ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 May, 2023 ■ আগরতলা ২৬ মে, ২০২৩ ইং ■ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃহস্পতিবার রাজ অন্দরে তিপ্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা।

প্রদ্যোতের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। বৃহস্পতিবার রাত ১০ টি নাগাদ তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মার সাথে রাজ অন্দরে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডাঃ মানিক সাহার। খোঁজ নিলেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা শারীরিক অবস্থার।

দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় আছে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা। বৃহস্পতিবার দুপুরে চিকিৎসার পর রাজ্যে ফিরেছেন তিনি। তারপর তাঁর শারীরিক অবস্থা খোঁজখবর নিতে আচমকাই ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী। দুজনের মধ্যে কথা হয় বিভিন্ন বিষয়ে। জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তিপ্রা মথার সুপ্রিমো।

অসুস্থ রাজ্যপাল, সময় মিলেনি সাক্ষাতের

ধর্না দিতে পারে মথা, নিরাপত্তা জোরদার করতে ডিজিপিকে চিঠি রাজভবনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। তিপরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ আজ রাজ্যে ফিরেই ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য এবং সদস্যরা রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাত করবেন জানিয়েছিলেন।

কিন্তু, অসুস্থতার কারণে রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্যের সাথে সাক্ষাতের সময় পাননি তাঁরা। ফলে, তাঁরা রাজভবনের সম্মুখে ধর্ণা প্রদর্শন করবেন, এমনই আশঙ্কায় ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশকের কাছে অতিরিক্ত নিরাপত্তা চেয়েছে রাজ্যপালের সচিবালয়। রাজ্যপালের উপ সচিব সুরেশ চন্দ্র জমাতিয়া রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের কাছে চিঠিতে শুক্রবার রাজভবনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন।

চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে, শুক্রবার বেলা বারোটায় রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার জন্য ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য এবং সদস্যরা সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যপাল অসুস্থ থাকার কারণে সেই সাক্ষাৎ বাতিল করা হয়েছে। এই বিষয়টি এডিসির অতিরিক্ত মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে রাজভবনের সামনে তাঁরা ধর্ণায় বসবেন। তাই, ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশকের কাছে নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য চিঠি পাঠিয়েছেন।

এদিকে আজ দুপুরে শিলং থেকে রাজ্যে আসেন ত্রিপুরা মাথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্ম। বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন দলীয় নেতাকর্মীরা। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যোত আগামী দিনে দলীয় কর্মী কর্মসূচির কথা জানান। একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন আগামীকাল রাজ্যপালের সঙ্গে দলের হয়ে সাক্ষাৎ করার এপয়েন্টমেন্ট চাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলবেন এর পরেই সিদ্ধান্ত হবে দলীয় কর্মসূচি এমন টাই জানান তিনি। এদিকে রাজ্য রাজনীতিতে প্রদ্যুতের হঠাৎ আশা নিয়ে সরগরম। ফেসবুক লাইভ এর ঠিক দুইদিন পরেই অসুস্থ প্রদ্যোত হঠাৎ করে শিলং থেকে রাজ্যে আসার এতটা তড়িৎ গতি দেখে প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে।

মহারাজ ইস্যুতে দলের মধ্যে যেভাবে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কালিমা লিপ্ত করার যে প্রয়াস তাও আঁচ করতে পেরেছেন প্রদ্যোত। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন হয়তো দিল্লির নির্দেশ পেয়ে তিনি তড়িঘড়ি রাজ্যে ফিরে এলেন। কারণ রাজ্যে এসে তিনি যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলে তখন পরিষ্কার ভাবেই মহারাজ সম্বোধন নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বললেন কারোর পার্সোনাল বিষয় নিয়ে বলা উচিত নয়। ব্যক্তিগত আক্রমণ করা উভয়দিকেই বন্ধ করতে হবে। কে তাকে কি বলল এই নিয়ে আসে যায় না। জনজাতিদের জন্য যে লড়াই করছেন তা তার ব্যক্তিগত নয় বা রাজনৈতিক লড়াই নয় সম্পূর্ণ তাদের স্বার্থেই তিনি এই লড়াই করছেন। আগামী দিনেও করে যাবেন। রাজ্যে ৩০ শতাংশ ত্রিপ্রাসা রয়েছেন।

তাদের বাদ দিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিপ্রাসাদের জন্যই তিনি গ্রেটার তিপ্রালান্ডেরএবং সাংবিধানিক সমাধানের দাবি তুলে নির্বাচনের আগে এবং পরেও আন্দোলন জারি থাকবে একথা আবারো তিনি পরিষ্কার করে বললেন। তবে গ্রেটার তিপ্রালান্ডএবং সাংবিধানিক সল্যুশন নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্র এর নেতৃত্বের মধ্যে যে বিশাল ফারাক রয়েছে বলে জানিয়ে দিলেন তিনি। সম্প্রতি অমিত শাহর সঙ্গে দিল্লিতে হওয়া বৈঠক নিয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে সংবাদমাধ্যমে রাজ্য সরকারের বক্তব্য শুনতে পেয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়ল অটোরিক্সা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। রাতের বেলা দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় সিপিআইএম কর্মীর অটো গাড়ি। ঘটনা রাজধানীর ইন্দ্রনগর এলাকায়। গাড়ির কর্ণধারের নাম সহিদ মিঞা। ঘটনায় বিবরণে জানা যায়, বুধবার রাতের বেলা দূর্বৃত্তরা সিএনজি চালিত গাড়িটির সহিদ মিয়ার বাড়ির সামনে রাখা ছিল। রাত আনুমানিক দুইটার নাগাদ গাড়িটির মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। পরবর্তী সময় বাড়ির লোকজনেরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে খবর দেয় দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিন্তু গাড়িটি প্রায় নব্বই শতাংশ ভস্মিভূত হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার খবর পেয়ে ছুটে যায় সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য শংকর প্রসাদ দত্ত। তিনি ঘটনার তীব্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু, আহত আরও দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর,২৫ মে।। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পাঁচ মাসের গর্ভবতী বধূর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও দুই জন। কলমচৌড়া থানাধীন পুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ড এলাকায় ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, কলমচৌড়া থানাধীন পুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা জোয়েল মিঞার স্ত্রী জ্যোৎস্মা বেগম সকালে স্নান সেরে বাড়ির উঠানে কাপড় শুকাতে গিয়েছিলেন। তখনই আচমকা তিনি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর চিৎকার শুনে শ্বশুর হরন মিঞা ছুটে যান। কিন্তু পুত্রবধূকে বাঁচাতে গিয়ে তিনিও বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে চলে যান। তাঁদের চিৎকার শুনে স্থানীয় যুবক সাগর মিঞা বাঁচাতে এগিয়ে যান। দূর্ভাগ্যের বিষয় হল, তখন বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিড়ে গায়ে তাঁর শরীরে লেগে যায়। তাতে গুরতর আহত হয়েছেন ওই যুবক।

পরবর্তী সময়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে আহত তিন জনকে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছেন। সেখানের কর্তব্যরত চিকিৎসক জ্যোৎস্মা বেগমকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। হরন মিঞা বর্তমানে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীনে আছেন। সাগর মিঞার অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে চিকিৎসক তাঁকে হাপানিয়া মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

২৪ ঘন্টায় রাজ্যে আরও ছয়জন করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘন্টায় ৬ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। অন্যদিকে, তিন জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। দৈনিক সংক্রমণের হার ০.৯১ শতাংশ। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হয়েছে ৪৭।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ৪ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬৫৩ জন মোট ৬৫৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, ৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ০.৯১ শতাংশ। এদিকে, ৩ জন সুস্থও হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪৭ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নেশা সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। রাজধানী আগরতলা শহরের ধলেশ্বর এলাকার একটি চায়ের দোকানে হানা দিয়ে পুলিশ ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। রাজধানীর আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে। ভয়ংকর নেশার কবলে পড়ে যুবসমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে। গোপন সুত্রে সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার পূর্ব থানার পুলিশ ধলেশ্বর এলাকার একটি চা দোকান থেকে ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে আটক করেছে। তাদের একজনের নাম রাজেশ চক্রবর্তী , অপরজন দীপক দেবনাথ। তাদেরকে রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হয়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী। তিনি জানান গোপন সূত্রে খবর আসে ধলেশ্বর এলাকার একটি চায়ের দোকানে ব্রাউন সুগার বিক্রি করা হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই এ বিষয়ে পুলিশ নজরদারি বজায় রাখছিল। তাদেরকে হাতেনাতে আটক করার চেষ্টা চালাচ্ছিল পুলিশ। বৃহস্পতিবার যথারীতি তাদেরকে নেশা সামগ্রী সহ হাতেনাতে আটক করা সম্ভব হয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। পানীয় জলের দাবিতে কৈলাসহর বাবুবাজার প্যাক্স চৌমুহনী সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন কৈলাসহর যুবরাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাবাসী। রাস্তায় টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষরা।দীর্ঘ দিন যাবৎ জলের সমস্যায় ভুগছেন এলাকাবাসী। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে সমস্যার সমাধান না পেয়ে সড়কে অবরোধে বসেন তাঁরা।

অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন ইরানি থানার পুলিশ সহ বিশাল টিএসআর বাহিনী এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছেন ওই এলাকায় নিয়মিত জল সরবরাহ করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন সানীয় মানুষ।

জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, কৈলাসহর গৌরনগর ব্লকের অধীনে যুবরাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দীর্ঘ দিন যাবৎ তীব্র জল সংকটে ভুগছেন এলাকাবাসী।

তাঁদের আরও অভিযোগ, এ বিষয়ে একাধিকবার ব্লক প্রশাসনের নিকট মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করা হলেও জলের সমস্যার সমাধানে কেউ কর্ণপাত করেননি। তাই, জনগণ বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে পানীয় জলের দাবিতে কৈলাসহর বাবুবাজার প্যাক্স চৌমুহনীর সড়ক অবরোধ করেন। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষ। তাঁদের দাবি, ওই এলাকায় নিয়মিত জল সরবরাহ করতে হবে। এই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্দ হয়ে পড়েছিল।তাতে যাত্রী দূর্ভোগে চরমে পৌঁছেছিল।

অবরোধের খবর পেয়ে ইরানি থানার পুলিশ সহ বিশাল টিএসআর বাহিনী ছুটে গেছে। অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেছে এবং নিয়মিত জল সরবরাহ করা হবে তা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন গ্রামবাসী।

জলের পাইপ লাগাতে গিয়ে গুরুতর শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। জলের পাইপ লাগাতে গিয়ে অসাবধানতায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক শ্রমিক। তাঁর সহকর্মীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে জি বি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।

জনৈক সহকর্মী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর মিলন সংঘ এলাকায় এক বাড়িতে জলের পাইপ লাগানোর কাজে গিয়েছিলেন বাহাদুর নামে এক শ্রমিক। হঠাৎ বাহাদুর জলের মেশিনের সামনে এসে পড়ে। তাতে শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে গিয়েছে।সহকর্মীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সাথে সাথে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতাল নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে বাহাদুর জিবি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শীঘ্রই আইজিএম হাসপাতালে শুরু হতে চলেছে স্পাইন সার্জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। এক মাসের মধ্যে আই জি এম হাসপাতালে স্পাইন সার্জারি শুরু হবে। বৃহস্পতিবার হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে একথা জানালেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা সমিতির চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ দাস।

এদিন রোগী কল্যান সমিতির চেয়ারম্যান বলেন, এখন পর্যন্ত হাসপাতালে কী কী উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী দিনে নতুন করে কী কাজ হবে সেই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

তাঁর দাবি, আইজিএম হাসপাতালে আসা রোগীদের স্বার্থে উন্নয়ন মূলক কাজ হচ্ছে।খুব শীঘ্রই হাসপাতালে স্পাইন সার্জারি শুরু করা হবে। আগামী এক মাসের মধ্যে স্পাইন সার্জারি পরিষেবা রোগীদের দিতে শয্যার ব্যবস্থা সহ স্বাস্থ্য কর্মীদের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

তিনি এদিন বলেন, হাসপাতালে ডায়ালাইসিস রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিভাবে রোগীর শয্যা বাড়ানো যায় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

অটো চালককে মারধরের অভিযোগে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। সহকর্মীকে মারধরের অভিযোগে বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে খোয়াই-কমলপুর এবং খোয়াই- চাম্পাহাওর সড়ক অবরোধ করেন অটো চালকরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ওই ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে। অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন খোয়াই থানার ওসি ও প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা এবং অবরোধকারীদের সাথে তাঁরা কথা বলেন। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে অভিযুক্তদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন অটো চালকরা।

জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, বুধবার বিকেলে খোয়াই- কমলপুর সড়কের বাচাইবাড়িতে তাপস পালের

খোয়াই

অটোর ধাক্কায় আহত হয়েছিলেন এক পথচারী। ওই ঘটনায় বাছাইবাড়ি এলাকার কিছু যুবক তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁকে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। বর্তমানে ওই অটো চালক জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে খোয়াই-কমলপুর এবং খোয়াই-চাম্পাহাওর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন খোয়াইয়ের স্থানীয় অটো চালকরা। অবরোধের ফলে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। তাতে যাত্রী দূর্ভোগ চরমে পৌছেছিল।তাঁদের দাবি, ওই ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের পাশাপাশি আহত অটো চালকের চিকিৎসার খরচ বহন করতে হবে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন খোয়াই থানার ওসি ও প্রসাশনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের ১৯ নং ওয়ার্ড অফিস নির্মাণের জটিলতা নিরসন হয়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। আগরতলা পুর নিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে প্রভাত চন্দ্র রায় স্মৃতি পার্কে ওয়ার্ড অফিস নির্মাণের জটিলতা কাটাতে এলাকার বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করলেন কর্পোরেটর ভাস্বতী দেববর্মা। প্রভাত চন্দ্র রায় স্মৃতি পার্কে ১৯ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড অফিস নির্মাণে কোন ধরনের আপত্তি থাকার কারণ থাকতে পারে না বলে স্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন কর্পোরেটর ভাস্বতী দেববর্মা।

তিনি বলেন এলাকার জনগণের স্বার্থেই এখানে একটি ওয়ার্ড অফিস গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়ার্ড অফিসে গড়ে উঠলে পার্কের কোন ধরনের অসুবিধা হবে না বলে আশ্বাস দেন। কর্পোরেটর জানান প্রতিটি ওয়ার্ড এলাকাতেই একটি ওয়ার্ড অফিস থাকা বাঞ্ছনীয়। অথচ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে কোন স্থায়ী ওয়ার্ড অফিস নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাড়া বাড়িতে অফিসের কাজ চালানো হচ্ছে।

তাতে মারাত্মক অসুবিধে হচ্ছে। জনগণের এই অসুবিধা দূর করার জন্যই এই ওয়ার্ড অফিস নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়ার্ড অফিসের নির্মাণে কোন ধরনের বাধা না দেওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ওই পার্কের মধ্যে ওয়ার্ড অফিস যাতে নির্মাণ না করা হয় তার জন্য সোচ্চার হন এলাকাবাসী।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ২২২ ◘ ২৬ মে ২০২৩ইং ◘ ১১ জ্যৈষ্ঠ ◘ শুক্রবার ◘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বিদ্রোহী কবির জন্মজয়ন্তী

বাঙালি কবি ও সঙ্গীতকার। তাহার মাত্র ২৩ বৎসরের সাহিত্যিক জীবনে সৃষ্টির যে প্রাচুর্য তাহা তুলনারহিত। সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ করিলেও তাহার প্রধান পরিচয় তিনি কবি।যে কবির কাব্যে শোনা গিয়াছিল মৃত্যুঞ্জয়ী চির যৌবনের জয়ধ্বনি ,শোনা গিয়াছিল অগ্নিবীণার সুর ঝংকার, যিনি ধীর স্থির অচঞ্চল বাংলা কাব্যে বহিয়া আনিয়াছিলেন দুর্বার কালবৈশাখীর ঝড়। সেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া মানুষের উপর হওয়া মানুষের অত্যাচার ,সামাজিক অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তিনি সাম্যের কবি; চির যৌবনের কবি ; ”কাজী নজরুল ইসলাম” , উদাত্ত কণ্ঠে যিনি ঘোষণা করেছিলেন ,’বল বী র- বল উন্নত মম শির।!

সাম্য, দ্রোহ ও প্রেমের কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জয়ন্তী। বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পুরুষ। কবি নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার পথিকৃৎ লেখক। তাহার লেখনী জাতীয় জীবনে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তাহার কবিতা ও গান মানুষকে যুগে যুগে শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাহার গান ও কবিতা ছিল প্রেরণার উৎস।১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ — ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ বিংশ শতাব্দীর প্রধান বাঙালি কবি ও সঙ্গীতকার। তাহার মাত্র ২৩ বছরের সাহিত্যিক জীবনে সৃষ্টির যে প্রাচুর্য তাহা তুলনারহিত। সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ করিলেও তাহার প্রধান পরিচয় তিনি কবি।তাহার জীবন শুরু হয়েছিল অকিঞ্চিতকর পরিবেশে। স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার আগেই ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন। মুসলিম পরিবারের সন্তান এবং শৈশবে ইসলামী শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়াও তিনি বড়

হইয়াছিলেন একটি ধর্মনিরপেক্ষ সত্তা নিয়া। একই সঙ্গে তাহার মধ্যে বিকশিত হইয়াছিল একটি বিদ্রোহী সত্তা। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাহাকে রাজন্যদ্রোহিতার অপরাধে কারাবন্দী করিয়াছিল। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন অবিভক্ত ভারতের বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হইয়াছিলেন।

যে নজরুল সুগঠিত দেহ, অপরিমেয় স্বাস্থ্য ও প্রাণখোলা হাসির জন্য বিখ্যাত ছিলেন, ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারাত্মকভাবে স্নায়বিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলে আকস্মিকভাবে তাহার সকল সক্রিয়তার অবসান হয়। ফলে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু অবধি সুদীর্ঘ ৩৪ বছর তাহাকে সাহিত্যকর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রযোজনায় ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে তাহাকে সপরিবারে কলকাতা থেকে ঢাকা স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৬ সালে তাহাকে বাংলাদেশের জাতীয়তা প্রদান করা হয়। এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।বিংশ শতাব্দীর বাঙালির মননে কাজী নজরুল ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে তাহাকে “জাতীয় কবি“ হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়। তাহার কবিতা ও গানের জনপ্রিয়তা বাংলাভাষী পাঠকের মধ্যে তুঙ্গস্পর্শী। তাহার মানবিকতা, ঔপনিবেশিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে দ্রোহ, ধর্মীয়গোঁড়ামির বিরুদ্ধতা বোধ এবং নারী-পুরুষের সমতার বন্দনা গত প্রায় একশত বছর যাবৎ বাঙালির মানসপীঠ গঠনে ভূমিকা রাখিয়া চলিতেছে।১৯২১ সালের এপ্রিল-জুন মাসের দিকে নজরুল মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে গ্রন্থ প্রকাশক আলী আকবর খানের সাথে পরিচিত হন। তাহার সাথেই তিনি প্রথম কুমিল্লার বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়িতে আসেন। আর এখানেই পরিচিত হন প্রমীলা দেবীর সাথে যাহার সাথে তাহার প্রথমে প্রণয় ও পরে বিয়ে হইয়াছিল।

তবে এর আগে নজরুলের বিয়ে ঠিক হয় আলী আকবর খানের ভগ্নী নার্গিস আসার খানমের সাথে। বিয়ের আখত সম্পন্ন হইবার পরে কাবিনের নজরুলের ঘর জামাই থাকিবার শর্ত নিয়া বিরোধ বাধে। নজরুল ঘর জামাই থাকিতে অস্বীকার করেন এবং বাসর সম্পন্ন হইবার আগেই নার্গিসকে রাখিয়া কুমিল্লা শহরে বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়িতে চলিয়া যান। তখন নজরুল খুব অসুস্থ ছিলেন এবং প্রমিলা দেবী নজরুলের পরিচর্যা করেন। এক পর্যায়ে তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।নজরুল সাম্যবাদের একজন অগ্রদূত ছিলেন। তিনি মুসলিম হইয়াও চার সন্তানের নাম বাংলা এবং আরবি/ফারসি উভয় ভাষাতেই নামকরণ করেন। যেমন: কৃষ্ণ মুহাম্মদ, অরিন্দম খালেদ (বুলবুল), কাজী সব্যসাচী এবং কাজী অনিরুদ্ধ।তখন দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলন বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। নজরুল কুমিল্লা থেকে কিছুদিনের জন্য দৌলতপুরে আলী আকবর খানের বাড়িতে থেকে আবার কুমিল্লা ফিরিয়া যান ১৯ জুনে- এখানে যতদিন ছিলেন ততদিনে তিনি পরিণত হন একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীতে। তাহার মূল কাজ ছিল শোভাযাত্রা ও সভায় যোগ দিয়ে গান গাওয়া। তখনকার সময়ে তাহার রচিত ও সুরারোপিত গানগুলির মধ্যে রহিয়ায়েছে ’এ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মার আঙ্গিনায়, আজি রক্ত-নিশি ভোরে/ একি এ শুনি ওরে/ মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে’ প্রভৃতি। এখানে ১৭ দিন থেকে তিনি স্থান পরিবর্তন করিয়াছিলেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আবার কুমিল্লায় ফিরিয়া যান। ২১ নভেম্বর ছিল সমগ্র ভারতব্যাপী হরতাল- এ উপলক্ষে নজরুল আবার পথে নামিয়া আসেন; অসহযোগ মিছিলের সাথে শহর প্রদক্ষিণ করেন আর গান করেন, ’ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ফিরে চাও ওগো পুরবাসী’- নজরুলের এ সময়কার কবিতা, গান ও প্রবন্ধের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হইতেছে বিদ্রোহী নামক কবিতাটি। বিদ্রোহী কবিতাটি ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং সারা ভারতের সাহিত্য সমাজে খ্যাতিলাভ করেন।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে দেশের খ্যাতি এনে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী : মীনাক্ষী লেখি

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.) : তিন দেশের সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানিয়ে বৃহস্পতিবার বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী যেভাবে আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন, তাতে বিশ্বে ভারতের সুনাম বেড়েছে।

বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তিন দেশ সফর সফল হয়েছে। আমরা দেখেছি বিশ্ব নেতারা কীভাবে ভারতকে সম্মান করেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান করলে দেশের মানুষও সম্মানিত হয়।

মধ্য সিডনিতে ৭-তলা বহুতলে ভয়াবহ আগুন, বিপুল পরিমানে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

সিডনি, ২৫ মে (হি.স.): অস্ট্রেলিয়ার মধ্য সিডনিতে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি ৭-তলা বহুতলে। সিডনির সেন্ট্রাল রেল স্টেশনের কাছে অবস্থিত ওই বহুতলটি, আগুন এতটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে পার্শবর্তী বহুতলেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বহুতলের ধারে দাঁড়িয়ে একটি গাড়িও আগুনে পুড়ে গিয়েছে। দমকলের ১০০-র বেশি কর্মী আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ার সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ওই বহুতলে আগুন লাগে।

জরুরী পরিষেবার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১০০ জনেরও বেশি দমকলকর্মী মোতায়েন রয়েছে, ২০টি দমকলের ট্রাক-সহ, যারা মধ্য সিডনির সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে র‍্যান্ডল স্ট্রিটে ’আগুন নিয়ন্ত্রণে ও নেভাতে কাজ করছে’। এই অগ্নিকান্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। দমকল সূত্রের খবর, খালি করে দেওয়া হচ্ছে বহুতলটি।

ধর্মচেতনার আলোয় নজরুল

অনুরাধা সান্যাল

১৯২২ থেকে ১৯৪২--এই নাতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে ও গানের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন আল্লাহ্র আশীর্বাদপ্রাপ্ত এক সন্তান, কাজী নজরুল ইসলাম। এই কথাসাহিত্যিক, কবি ও গীতিকারের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো। তিনি মানবপ্রেমী, মানব- মিলনের স্বপ্নে উদ্বেলিত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এক মহাপ্রাণ, যিনি নিজেকে কল্পনা করেছিলেন “শিবশক্তি” রূপে। তীর সাধনা শক্তির, তাঁর ধর্ম স্বদেশগ্রীতি। কবি নজরুলের কল্পনায় শিবশক্তির নামান্তর বিদ্রোহ, বিপ্লীব ও স্বাধীনতা। তার রচনায় ধর্ম এসেছে প্রসঙ্গবৈচির্তে এবং সর্বদাই মানবতার অনুসঙ্গ হিসেবে। তিনি সর্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক বলেই আল্লাহ্-ঈশ্বর, কৃষ্ণ মুহম্মদ, কোরাণ-পুরাণ, শশান-গোরস্থান মিলেমিশে গেছে তার রচনায়। পারিবারিক সূত্রে বিশেষ ধর্মানুভূতির দ্বারা লালিত হলেও ধর্মের অন্তর্নিহিত আত্মোপলব্ধিতে নজরুল নিজেকে নিয়ে গেছেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

তাঁর ধর্মবিশ্বাসে জোরজবরদির স্থান নেই। বিশ্বাসযোগ্য অনুভবই তাঁর কাছে ধর্ম। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির, স্বতন চরিত্রের, আত্মভোলা এই কবির কাছে যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার। সেখানে নেই রাম-রহিমে কোনো ভেদাভেদ। এই বিশ্বাসের জন্য একসময় তিনি হয়েছিলেন নিন্দিত, সমালোচিত। কিন্তু তার আপন বিশ্বাসে কোনোদিন ভাঙন ধরেনি। ইসলামি সঙ্গীতের পাশে শ্যামাসঙ্গীত জিন দেখিয়েছেন অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁর সৃষ্টিতে অপূর্বভাবে এসেছে রাধাকৃষ্ণেরে লীলা। তিনিই একমেবদ্ধিতীয়ম্- যিনি ইসলামি গানের পাশে তুলে ধরেছেন হিন্দু দেবদেবীদের। ইসলামের মূর্তিপূজার বাধা অগ্রাহ্য করেছেন হেলায়। শ্যামাসঙ্গীতের পাশাপাশি ইসলামিক গান একই সমাজের হৃদয় জয় করার প্রচেষ্টায়। সেই অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে হিন্দুধর্মের সাকার কল্পনায় দুই বিপরীত ধর্মকে তিনি বেঁধেছেন একই বৃন্তে- “দেখবো চেয়ে জননী তুই সাকার না নিরাকারা কেমন করে কালী হয়ে নামে বরন্ধজ্যোতিধারা।

সৃষ্টিসুখের উল্লাসে, আত্মত্যাগের মন্ত্র নিয়ে, দানবশক্তি দমনের কল্যাণব্রতে কলম শানিয়েছিলেন যে বিদ্রোহী, ১৯৩০ সালে এক প্রচণ্ড আঘাতে শোকবিহ্বল সেই কবিই ঈশ্বরের শোকসুন্দর রূপত্ত জলে এলি, আমার বুকের ব্যথায় আসনপাতা, বস্ মা সেথা দুখদুলালী।”

সেসময় বসন্তরোগ ছিনিয়ে নিয়েছেনজরুলের একমাত্র নয়নমণি, পুত্র বুলবুলকে। শক্তিময়ী শহরীর চরণকমলে রাঙাজবার অর্পণে তিনি উজাড় করে দিয়েছেন তীর জীবনের পুঞ্জীভূত দুঃখ, অভিমান। ঈশ্বরচিন্তা, ঈশ্বরবিশ্বাস ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব চিন্তাধারা। হিন্দুকন্যার পাণিগ্রহণে কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি প্রভাবিত হননি। তাঁর জীবনে ধর্মীয় ভাবনায় যে পরিবর্তন এসেছিল তার মূলে রয়েছে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিশেষ অবদান। আন্দামান বন্দিদের অন্যতম এই বিপ্লবী পরিচালনা করতেন চিত্তরঞ্জন দাসের (দেশবন্ধু হবার আগে) মাসিক কাগজ ‘নারায়ণ’। সেইসময় হিন্দু দেবদেবী নিয়ে নজরুলের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ‘উপাসনা’ পত্রিকায়। বুলবুলের মৃত্যুর পর লালগোলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার বরদাচরণ মজুমদারের সান্নিধ্যে আসেন নজরুল। তিনি ছিলেন গৃহী-যোগী। নজশ্রুতি ছিল---যোগাসাধনায় নাকি সিদ্ধ বরদাচরণ। তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে কালীসাধনায় মগ্ন হলেন নজরুল। নজরুল রচিত ভক্তিগীতিতে মায়ের পূজার আড়ালে তিনি চেয়েছেন শক্তি। এ শক্তির নেই জাতিভেদ-ধর্মভেদ-বর্ণভেদ। দশভুজার কাছে তাই কবির প্রার্থনা “যে চরণে তোর বাহন সিংহ, মহিষ-অসুর মথিয়া যায়, যদি বর দিস, দিয়ে যা বরদা, দিয়ে যা শক্তি দৈত্য-ত্রাস।’ নজরুলের ধর্মভীবনা মিলিত হয়েছে মানবকল্যাণের মোহনায়। দেশ ও জাতির মঙ্গলকামনায় রচিত তার কাব্য। পুরাণের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে ভক্তিমাহাত্মের তাৎপর্য তিনি দেখিয়েছেন তার রচনায়। কবির ভাবনায় সংবেদনশীল মানবহৃদয় কোরান, পুরাণ, বেদ, বাইবেল, ত্রিপিটকের চেয়েও পবিত্র। ঈশ্বরের সানিধ্য যদি হয় ধর্মাচরণের মূল কথা তবে মানুষকে পর ভেবে ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই কবির ‘সকল দেবতার বিশ্ব-দেউল’ মানুষের হৃদয়---মন্দির, সমজিদ, গির্জা নয়। আল্লাহ্ ও হরির মধ্যে ভিন্নতা দেখেননি বলেই তিনি দেখেছেন ‘কালো মেয়ের পায়ের তলায় আলোর নাচন’ এবং তার পাশাপাশি ‘আমেনা মায়ের কোলে’ শিশু মহম্মদের নয়নাভিরাম হাস্যোজ্জ্বল ছবি। কালীসাধনায় মগ্ন থেকে অনুভব করেছেন কেনই বা ‘মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, যার হাতে মরণ বাঁচন।’ধর্ম সম্বন্ধে কবির নির্ভয় উক্তি প্রমাণ করে তার সত্য স্বীকার করার সাহস। তাই তো একদিকে “দে জাকত্ মুর্দা মুসলিমের ভাঙাইতে নিদ”, অন্যদিকে আহান করেন আরাধ্য দেবীকে, “মাগো, চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়।” সনাতনী নজরুল লেখেন গোঁড়ামির শৃঙ্খল ভাঙার গান। ছোয়াছুয়ির বিচার যখন ভেঙে দেয় মানবতার কাচের মিনার, তখন তীর লেখনীতে সৃষ্টি হয়- “জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া, ছুলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া” জাতের দোহাই দিয়ে মানুষকে পর করা কবির কাছে চরম অধর্ম। তিনি বলেন- ‘নারায়ণের জাত যদি নাই, তোদের কেন জাতের বালাই? তোরা ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মা’র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া।’ নজরুলের ইসলামি সঙ্গীত, ‘হামদ্’ ও ‘নাত’ যেমন আল্লাহ্-মুহম্মদের শক্তিতে শক্তিমত্ত হওয়ার প্রয়াস, তেমনই শ্যামাসঙ্গীত, ‘গেবীস্তুতি’, ‘দশমহাবিদ্যা’ ও ‘হরপ্রিয়া’তে দেখা যায় আদ্যাশক্তির কাছে শক্তি কামনার আপ্লুত আবেগন। ইসলামি অধ্যাত্মবাদের গভীরতায় পূর্ণ নজরুলের ইসলাম রচনাগুলি থেকে তাঁকে নিষ্ঠাবান মুসলমান ছাড়া অন্য কিছু ভাবা সম্ভব নয়। আবার শ্যামাসঙ্গীত থেকে শুরু করে হরপ্রিয়া’ ভৃতি কাব্যগ্রন্থ পড়লে এ কবি যে হিন্দু নন এমন সংশয় কখনই পাঠকের মনে আসে না। যেমন, “দেবীস্তুতি”তে রয়েছে আদিশক্তি পরমব্রহ্মর প্রকারভেদ ও বিভিন্ন সময়ে তার রূপভেদ। সেখানে পরমব্রহ্মারূপিণী শক্তির নামান্তর “আদ্যাশক্তি”। আদি অন্তহীন কালের বক্ষে লীলা করেন বলেই তিনি কালী। তার বন্দনায় কবি রচনা করেন সেই অমরগীতিত্ত পরমা প্রকৃতি জগদমিকা ভবানী ত্রিলোক পালিকা।” কালীনামের জপমালা যখন হয়ে ওঠে কবির সুখদুঃখের সাথী, তখন তিনি গেয়ে ওঠেন- আমার আর কোন গুণ নেই মা, তোর নামের রূপকাশ্রয়ী “দেবীস্তুতি”তে বিভিন্ন অবতারকে আদ্যাশক্তির অংশ ছাড়াও কবি দেখেছেন অভয়মন্ত্রেরে অভয়দাতা হিসেবে। ধর্মের গ্লানি, অধর্মের উৎপীড়নে সে শক্তি অবতাররূপে প্রকাশিত। এই মহাশক্তকে কবি আহান জানান নতুন মাতৃমন্ত্র। তার কামনা প্রতি ঘরে ঘরে যেন শক্তি দিয়ে মায়ের সিংহাসন, প্রতিষ্ঠা হয়। শক্তিমন্ত্রের সাধক তীর শিভ-নিশুভ”, “মধু- করেছেন রূপকী ব্যঞ্জনার। তার মতে, মধু কৈটভ” যেমন অধৈর্য ও অবিশ্বাস নামক দুই দৈত্য, মহিষাসুরও তেমন ক্রোধের প্রতীক এবং শিস্ত-নিশুস্তৃ কামনা-বাসনার। কবির পুজা যেন শুভাকাঙক্ষার চর্চা, অশৃতের সন্ধান। তার কাছে পরমাত্মার বেদনাসুন্দর রূপ হরি”। তার লীলারপে মুগ্ধ কবি রচনা করেন যদি সব হরিলে নিখিল-হরণ, এবার এ চরণে শরণ দিও।? এই হরিকে তিনি দেখেছেন বহুরূপে। “দর্পহারী কৃষ্ণমুরারী”র শরণে শোক-তাপতরান্তির অবসান ঘটিয়ে বিলীন হতে চেয়েছেন তিনি। মোক্ষলাভের আকুতিতে কবি একদিকে যেমন নেন খোদাতালার শরণ, তেমনি অন্যদিকে আরাধনা করেন স্ত্রী রঘুপতি রামের। রক্তাম্বর ধরণীতে শক্তির চণীরূপই কবির কাম্য শুধুমাত্র জাতির কল্যাণের জন্য। একথা সত্য যে, উনিশ শতকের শেষ দিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রবল ধর্মীয় চেতনা। নজরুলই সর্বপ্রথম তীর “কুহেলিকা” উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদকে অসানদায়িক ও ধর্মমুক্ত আন্দোলন হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। “মৃত্যুক্ষুধা’ উপন্যাসে নজরুল বলেছেন “কোরাণের চেয়ে বড় পরাণ”। কজন বলতে পেরেছেন এমন কথা। সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেনত্ত “..আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। যখন কারাগারে যাব, তখনও তীর গান গাইব।... কবি যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়- সমগ্র বাঙালি জাতির।” সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের মধ্যে যিনি পরম- নিত্যম” নিত্য পূর্ণম- তাকেই নজরুল মনে মধুর রূপ দর্শন করেছি, তিনি যদি আমার সর্ব- অস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার আনন্দমরী প্রেমমরী জর্জরিত কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতা, ভেদজ্ঞান সুন্দর করে যাব।... এই অসাম্য ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম- অসুন্দরকে ক্ষমা মুসলমানের সকল জাতির ঊর্ধ্বে যিনি ‘একমেবদ্বিতীয়ম্’ তারই দাস হয়ে।”

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জন্মাষ্টমীতে বংশী নয়, সুদর্শন চক্র হাতে ভগবানকে দেখতে চান আজকের প্রজন্ম

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী।

সুদর্শনে গোপাল-গোবিন্দ- কবি বলছেন “মানুষই দেবতা গড়ে/ তাহারই কৃপার ‘পরে/করে দেব মহিমা নির্ভর।” জন্মাষ্টমীতে বংশীধারী কৃষ্ণকে প্রদর্শন করে আমরা শক্তি হারিয়েছি। বাঁশির-রূপে বাঙালিকে জারিত করেছে কে? মধ্যযুগীয় বিদেশি শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু প্রবুদ্ধজন, কবি ব্যক্তিত্ব। তারপর এল কথক ঠাকুরের কারুকাজ; পরিবর্তন এল পালাগান, কীর্তন, শিল্প সংস্কৃতিতে ধীরে ধীরে জারিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থাপিত হলেন কেবলমাত্র রাধামাধব। কোথায় গেল তাঁর সুদর্শন চক্র? কোথায় হারাল তাঁর অমিত শক্তি, বিশ্বরূপ? বাঙালি একেবারেই ভুলে গেল ক্ষত্রিয় কৃষ্ণের কথা। বাঙালি-হিন্দু যতই তার যোদ্ধৃত্ব রূপের কথা ভুলেছে, ততই পালিয়েছে লুকিয়েছে দস্যুর ভয়ে। এবার পালাবে কোথায়? আর যে পালাবার পথ নেই! দেবতার পেলবতা কোমল থেকে কোমলতরো হল সংগীত-কবির হাত ধরে। কিন্তু বলুন তো, যে দিনটিতে তাঁর জন্ম, জন্মাষ্টমীর সেই দিনে কী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যরূপ পরিবেশনই কেবল উচিত নয়! যে কাজের ভার নিয়ে ধরায় অবতীর্ণ হলেন তিনি, যে কাজে বারবার শ্রীবিষ্ণুকে আবির্ভূত হতে হয়, তার অনুরণন কি জন্মাষ্টমীতে থাকতে নেই!

কবে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র পরশুরাম তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন, কবে তিনি শক্তিশালী হবেন, তবে তাঁর যোদ্ধৃত্ব রূপ দেখতে হবে? এ নিষেধ মাননেনি যে শিল্পী, তিনি প্রকৃতই বীরপূজক। বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় পলায়নপর জাতির অ্যাকোমোডেশন হতে পারে না। গবান কৃষ্ণের অস্ত্র সামীপ্যের রূপ দেখতে চান যারা, বাংলায় তাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। পুরোপুরি পরাজয় করার স্বপ্ন দেখে যে নতুন প্রজন্মের বাঙালি, তার রং-তুলি যখন প্রবাহিত হয়, তখন দেখা যায়, শিশু কৃষ্ণের পাশে রক্ষাকবচের মধ্যে সুদর্শন ঘুরপাক খায় না, কখনও কখনও বিরাট এক শিশুর তর্জনীর অনায়াস স্পর্শ পায় সুদর্শন! বাংলায় একটি প্রচলিত প্রবাদ, “গা নষ্ট কানায়, পুকুর নষ্ট পানায়।” একটি পুকুরের মাছচাষ কীভাবে আগাছার দ্বারা ক্ষতি হয়, এ তারই নির্যাস। কিন্তু পুকুর কতখানি নষ্ট হল? যতখানি গ্রাম নষ্ট হয়েছে কানাই বা কৃষ্ণের দ্বারা। হিন্দুর আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণকে এখানে সরাসরি নষ্টলোক হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এখানেই আসল খেলাটা খেলে রেখেছে সেক্যুলার, বিধর্মীদের হাতযশ। পরে দীর্ঘদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক বিচারধারার প্রচেষ্টা তাতে আরও প্রবল ইন্ধন জুগিয়ে এসেছে। কারণ যত হিন্দুধর্মের যোদ্ধা-দেবতার চরিত্রকে কলুষিত করা যায়, ততই ধর্মান্তরণের কাজ হাসিল করাটা সহজতর হয়! বলা হয়, প্রবাদ লোকসমাজের সৃষ্টি। অনেক সময়ই সৃষ্টিকর্তার সন্ধান পাওয়া যায় না; যদিও প্রবাদ তৈরির প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা এবং প্রগল্পের ইতিহাসে তার উৎস ধরার চেষ্টা দেখা যায়। অনেক সময় অনেক সাহিত্যিকের উল্লেখযোগ্য কথা প্রবাদপ্রতিম বাক্য বলে স্বীকৃত হয় এবং প্রচলিত হতে থাকে, যেমন “সে কহে অধিক মিছে/যে কহে বিস্তর।” অনেক সময় অনেক লোককবির কবিতা/ছড়ার উল্লেখযোগ্য বাক্য প্রবাদ রূপে জায়গা পায়; সেখানে লোকসমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তির বিশেষ প্রবণতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা কাজ করে। “গা নষ্ট কানায়, পুকুর নষ্ট পানায়।” এমনই একটি বাক্য, যা সমাজের মাথা বলে পরিচিত মানুষের দ্বারা কৃষ্ণ-বিদ্বেষের বিষ হিসাবে ধরে-বিধরে প্রকাশিত অনন্তকালের ব্যক্তি তাদের সংগঠিতের মধ্যেও কর্তব্য যে ডাক দেয়, অধর্মকে হতে পারে। এখন এ কাজ কারা করলেন? এর সরাসরি উত্তর না দিয়ে বরং বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থ থেকে কিছু উপযুক্ত উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

কৃষ্ণদ্বেষীদের কাছে যে কথা কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান কলঙ্ক রূপে প্রচলিত, তা হল কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপীদের সম্বন্ধের কথা। বঙ্কিম লিখছেন, “মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই। সভাপর্বে শিশুপালবধ- পর্বাধ্যায়ে শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারতপ্রণয়নকালে ব্রজগোপীগণঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধ-বৃত্তান্ত প্রণীত করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে, আদিম মহাভারত প্রণয়নকালে এ কথা চলিত ছিল না তাহার পরে গঠিত হইয়াছে।”

এখন দেখা যাক কৃষ্ণচরিত্রের প্রামাণ্য দিকটি কোথায় কোথায় আছে? ব্রহ্মপুরাণের পূর্বভাগে আছে, বিষ্ণুপুরাণের ৫ম অংশে আছে, বায়ুপুরাণে আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম ও ১১শ স্কন্ধে আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ৩য় খণ্ডে আছে, এবং পদ্ম ও বামনপুরাণে ও কূর্মপুরাণে সংক্ষেপে আছে। এই সব পুরাণগুলিই মহাভারতের পর লেখা এবং এর অনেকগুলি অধুনাতন বা অর্বাচীন বলে স্বীকৃত। এখন যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তা নতুন গ্রন্থ, প্রাচীন পুরাণ নয়। আর এই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেই রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক স্রোত যেন টগবগিয়ে ফুটছে। বঙ্কিমচন্দ্র রাধাকৃষ্ণের প্রেমরস প্রচার বিষয়ে লিখছেন, “মহাভারতের পর বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে হয়, এবং পূর্বে যেমন দেখিয়াছি, এখনও তেমনই দেখিব যে, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই ব্রজগোপীতত্ত্ব মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে।” এখন দেখা যাক কোন পুরাণ কখন রচিত। উইলসন সাহেবের মতে, কোনও পুরাণই সহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন নয়। পুরাণের প্রণয়নকাল তিনি যেভাবে নিরূপণ করেছেন, তার সহায়তা যদি নিই, সেই মতানুসারে বিষ্ণুপুরাণ দশম শতাব্দীতে লিখিত; ভাগবত পুরাণ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত; পদ্মপুরাণ ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে লেখা; বামনপুরাণ বঙ্কিম যুগ থেকে ধরলে ৩/৪ শত বৎসরের গ্রন্থ; কূর্মপুরাণও প্রাচীন নয়; বায়ুপুরাণের সময় নিরূপিত না হলেও প্রাচীন বলে লিখিত আছে। এখন ভারতবর্ষে এই সময় কারা শাসন ক্ষমতায় ছিল, তার সুলুকসন্ধান জরুরি হয়ে পড়বে। আরও সুলুকসন্ধান জরুরি এর মধ্যেও কালে কালে নানান প্রক্ষেপণ এসেছে কিনা, কোন শাসনামলে এবং কার দ্বারা।

এ দিকে দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণ সম্পর্কে যত নষ্টামির কথা লেখা হচ্ছে তা সবই ভারতবর্ষে মধ্যযুগে সংগঠিত হয়েছে। বিদেশি শাসক, যারা হিন্দুদের উপর শাসনকার্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্তকরণ চেয়েছিল, তারা হিন্দু সভাসদ পণ্ডিত ব্যক্তিকে কী তত্ত্বকথা নিয়োজিত করবেন না, যতটা তাদের ধর্মান্তর ও নিয়ন্ত্রণের সুবিধা হয়? কানাইকে নষ্টচরিত্র করতে তেমন গল্পগাথা বানিয়ে রাজানুগ্রহ পাওয়ার ইতিহাস কি একেবারেই কষ্টকল্পনা? মধ্যযুগে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারায় যে সমস্ত কবি বিকশিত হয়েছেন, তাদের পাঠ এক্ষেত্রে জরুরি বলে মনে হয়। তার সঙ্গে রিলেট করাতে হবে তখনকার সত্যিকারের ইতিহাস। তারপর মিলিয়ে নেওয়া উচিত “গা নষ্ট কানায়, পুকুর নষ্ট পানায়” এই প্রবাদ কবে কোথায় কীভাবে পরিপুষ্টি লাভ করল! বুঝে নেবার দরকার আছে, কৃষ্ণ সত্যিই লম্পট কিনা। মহাভারতে যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থাপিত, তার সঙ্গে বৃন্দাবন লীলার অতি নষ্টামি মিলিয়ে দেওয়ায় চেষ্টায় গুরুচণ্ডালী দোষ হয়ে যাচ্ছে কিনা! বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখছেন, “মহাভারতে কেবল ঐ সভাপর্বে দ্রৌপদীবস্ত্রহরণকালে, দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে ‘গোপীজনপ্রিয়’ শব্দটা আছে বৃন্দাবনে গোপীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে। কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, মাধুর্য্যময় এবং ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপ গোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। হরিবংশে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। এবং যমলার্জুনভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীগণ রোদন করিত এরূপ লেখা আছে। অতএব এই ‘গোপীজনপ্রিয়’ শব্দে সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ ভিন্ন কিছুই বোঝায় না।” ১৮৮৪ সাল থেকে ‘কৃষ্ণ চরিত্র’ লেখা শুরু করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তখন তাঁর বয়স ৪৬ বৎসর, এরপর আর মাত্র ১০ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি (তাঁর মৃত্যু ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল)। এই সময়ে তাঁর অধিকাংশ কালজয়ী সাহিত্যকর্ম রচনা শেষ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে ‘আনন্দমঠ’, ‘রাজসিংহ’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘রজনী’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ প্রভৃতি উপন্যাস। সম্পাদক বঙ্কিম হিসাবেও কাজ সেরে ফেলেছেন (১৮৭২ সালে তিনি সম্পাদনা করেন ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা); সেখানে ‘কমলাকান্তের দপ্তর’, ‘সাম্য’-এর মতো লেখাও শেষ। এই বয়সে এসে তিনি হিন্দুধর্মের আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করলেন। এই ১৮৮৪ সালেই তিনি ধর্মতত্ত্বের প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করলেন। ইতোমধ্যে ১৮৮৫ সালে তিনি নির্বাচত হয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য। সে বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। এমনই সময়কালের মধ্যে ১৮৮৬ সালে তিনি কৃষ্ণচরিত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করছেন। ‘প্রচার’ পত্রিকায় লেখা শুরু করছেন শ্রীমদ্ভাগবত গীতার বাংলা টীকা লেখার কাজ।

কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থে বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণকে এক আদর্শ ভারতীয় নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। কারণ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তে হিন্দুদের দেবতা ভগবান কৃষ্ণকে এক কামুক, বহুগামী পুরুষ হিসাবে প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্রে হিন্দুরা তখন বিভ্রান্ত। পুরুষোত্তম কৃষ্ণের যোদ্ধৃত্বরূপ, সাংগঠনিক ক্ষমতার কথা ভুলে গেছে বাঙালি তথা ভারতবাসী। ঐশী মহিমা নয়, এমতাবস্থায় সংগঠক শ্রীকৃষ্ণের উপস্থাপনের প্রয়োজনের কথা ভাবলেন বঙ্কিম, পদানত ভারতবাসীকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে মাঠে নামলেন তিনি। ‘শ্রীকৃষ্ণচরিত্র’ তার অনবদ্য ফলশ্রুতি। ১২৯১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা (১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ‘প্রচার’ পত্রিকায় কৃষ্ণচরিত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকল। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় অবধি প্রকাশিত হল। এরপর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট ‘কৃষ্ণচরিত্র প্রথম ভাগ’ শিরোনামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে কৃষ্ণচরিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারত কী ভাবছে গোটা বিশ্ব এখন তা জানতে চায় : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): ভারত কী ভাবছে গোটা বিশ্ব এখন তা জানতে চায়। ত্রিদেশীয় সফর শেষে বৃহস্পতিবার সকালে মাতৃভূমিতে ফেরার পর এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী বলেছেন, এই সফরের সময় আমি যতটুকু সময় পেয়েছি, আমি তা দেশের জন্য সর্বোত্তম সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বোত্তম উপায়ে ব্যবহার করেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি সকলকে একটাই কথা বলতে চাই, ভারতের সংস্কৃতি এবং মহান ঐতিহ্যের কথা বলার সময়, দাসত্বের মানসিকতায় ডুবে যাবেন না, সাহসের সঙ্গে কথা বলুন... বিশ্ব শুনতে আগ্রহী। আমি যখন বলি যে আমাদের তীর্থস্থানে হামলা গ্রহণযোগ্য নয়, তখন বিশ্ব আমার সঙ্গে একমত পোষণ করে।'

ত্রিদেশীয় সফর শেষে বৃহস্পতিবার সকালেই দিল্লিতে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির পালম বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। সেখানেই বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সঙ্কটের সময়ে, তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিল কেন মোদী বিশ্বকে ভ্যাকসিন দিচ্ছেন। মনে রাখবেন, এটা বুদ্ধের দেশ, এটা গান্ধীর দেশ! আমরা আমাদের শত্রুদের জন্যও যত্নশীল, আমরা সমবেদনা দ্বারা অনুপ্রাণিত মানুষ! আমরা শুধু এভাবেই এগিয়ে যাই।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া এখন ভারতকে আপন বলে মনে করে, ভারতকে সম্মানের চোখে দেখে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে নতুন ভারতকে দেখছে বিশ্ব : এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নতুন ভারতকে দেখছে বিশ্ব। এই মন্তব্য করলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, 'পাপুয়া নিউগিনির প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাঁর কাছে প্রধানমন্ত্রী মোদী হলেন ''বিশ্বগুরু''। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ''দ্য বস'' বলেছেন... প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিশ্ব এখন একটি নতুন ভারত দেখছে।'

ত্রিদেশীয় সফর শেষে বৃহস্পতিবার সকালেই দিল্লিতে এসে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মাতৃভূমিতে পৌঁছনোর পর মোদীকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। দিল্লির পালম বিমানবন্দর চত্বরে একটি সভামঞ্চ থেকে এস জয়শঙ্কর বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিশ্ব এখন নতুন ভারতকে দেখছে। জয়শঙ্কর যোগ করেছেন, যদি এখন ভারতের ভাবমূর্তি, মর্যাদা, বিশ্বে ভারতের স্থান উচ্চতর হয়, এ জন্য সমস্ত কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী মোদীর। আমি শুধু বলতে পারি, এটা নতুনের শুরু।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর শাসন মডেল বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়েছে : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসন মডেল বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়েছে। বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, 'বিগত ৯ বছরে, মোদীজি বিশ্বস্তরে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মোদীজির অটোগ্রাফ চাইছেন, এটাই মোদীজির নেতৃত্বের ক্যারিশমা এবং তাঁর অধীনে ভারতের পরিবর্তনশীল চিত্র দেখায়।' নাড্ডা আরও বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী যেভাবে সিডনিতে বলেছিলেন, মোদীজি আপনিই বস... তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় ভারত সম্পর্কে বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে বদলেছে। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর দেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় উড়ে এসেছেন।'

''সফল'' ত্রিদেশীয় সফর শেষে বৃহস্পতিবার সকালেই দিল্লিতে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

দিল্লির পালম বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর পর নাড্ডা বলেছেন, 'আজ যখন প্রধানমন্ত্রী ত্রিদেশীয় সফর শেষে দেশে ফিরেছেন এবং বিগত পাঁচ দিন ধরে যেভাবে তিনি ভারতের ভাবমূর্তি তুলে ধরেছেন, তা আমাদের গর্বিত করে। প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও স্বাগত জানাই।'

নাড্ডার কথায়, 'বিশ্বে ভারতের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী মোদী অনেক অবদান রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী যেখানেই গিয়েছিলেন সেখানকার শিল্প নেতৃবৃন্দ, বিজ্ঞানী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এবং শাসন নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী ছিলেন... এটাও আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। বিশ্ব আপনার শাসন মডেলের প্রশংসা করেছে।'

ইউরোপা লিগে ব্রাইটন থামিয়ে দিল সিটির জয় রথ

লন্ডন, ২৫ মে (হি.স.): নিজেদের আঙিনায় আক্রমণের ঝড় তুলে উজ্জীবিত ফুটবল খেলল ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়ন। খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে এগিয়ে গিয়েও ব্যবধান ধরে রাখতে পারল না ম্যানচেস্টার সিটি। ৩৮ মিনিটে গোল শোধ করে মূল্যবান এক পয়েন্ট নিয়ে আগামী মৌসুমে ইউরোপা লিগে খেলা নিশ্চিত করল ব্রাইটন।

ব্রাইটনের মাঠে বুধবার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়। ফিল ফোডেন সিটিকে এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন হুলিও এনসিসো। আগেই শিরোপা জেতা সিটি লিগে টানা ১২ জয়ের পর পয়েন্ট হারাল।

রোদের দাপটে একটুও কমছে না গরম, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত রয়েছে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.): কোথাও হচ্ছে ঝড়-বৃষ্টি, আবার কোথাও রোদের দাপট। ঝড়-বৃষ্টি সত্ত্বেও গরমের দাপট একটুও কমছে না।

ঘর্মাক্ত গরম থেকে রেহাই পাচ্ছে না মহানগরী ও আশেপাশের জেলাগুলি। বৃহস্পতিবার সকালেও রোদের দাপট বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে, এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।

ঝড়বৃষ্টির কারণে আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে, তবে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তাপমাত্রার খুব বেশি হেরফের হচ্ছে না। দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ঝড়বৃষ্টি চলবে আগামী শনিবার পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গে আপাতত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে শুক্রবার পর্যন্ত। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দুর্যোগের সম্ভাবনা বেশি কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে।

তিহার জেলের বাথরুমে পড়ে গেলেন সত্যেন্দ্র জৈন

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): দিল্লির তিহার জেলে বাথরুমের মধ্যে পড়ে গেলেন জেলবন্দী দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির নেতা সত্যেন্দ্র জৈন। বুধবার রাতে তিহার জেলের বাথরুমে পা পিছলে পড়ে যান সত্যেন্দ্র জৈন, সামান্য চোট পেয়েছেন তিনি। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দিল্লির দীন দয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালে। সেখানে শারীরিক চেকআপ করা হবে সত্যেন্দ্র জৈনের।

তিহার জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বুধবার রাতে তিহার জেলের বাথরুমে পা পিছলে পড়ে যান সত্যেন্দ্র জৈন। তিনি সামান্য আঘাত পেয়েছেন এবং চেকআপের জন্য দীন দয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। বর্তমানে তিনি কেমন আছেন, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। আপ সূত্রের খবর, বুধবার রাতে তিহার জেলের বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে যান সত্যেন্দ্র জৈন। তাঁকে দীনদয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জামাইষষ্ঠীর সৌজন্যে অগ্নিমূল্য বাজার, আয়োজনে পকেট খালি হচ্ছে শ্বশুরদের

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.): ফল-মিষ্টি থেকে ভুরিভোজের সমস্ত কিছুই অগ্নিমূল্য! জামাইষষ্ঠীর সকালে বাজারে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা হল শ্বশুরদের, জামাইষষ্ঠীর আয়োজনে রীতিমতো খালি হয়েছে পকেট। জামাইষষ্ঠী মানেই ভুরিভোজ, পাতে রকমারি পদ। জামাইষষ্ঠীর দিন মাছ থেকে ফল-মিষ্টি, যাতেই হাত, তাতেই দামের ছ্যাঁকা। চড়া দাম মাছের। এক কেজির নিচে ইলিশের দাম ১২০০ টাকা। ১ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ মিলছে ১৫০০ টাকায়। ইলিশের ওজন দেড় কেজির ওপরে হলে দাম ছিল ১৮০০-২ হাজার টাকা। গলদা চিংড়ি মিলছে ৭০০-৮০০ টাকায়। বাগদা হলে দাম পড়ছে ১২০০-১৫০০ টাকা। ভেটকির দাম বেশ চড়া। ৬০০-৬৫০ টাকা। ৬০০-৬৫০ টাকা দামে পাওয়া যাচ্ছে পারশে বা পাবদা মাছ।

ফলের বাজারও অগ্নিমূল্য। কলকাতার বিভিন্ন বাজারে ভালো হিমসাগর বিক্রি হয়েছে ৮০-১২০ টাকায়। লিচু এক কেজি ২০০ টাকা। ৪০০-৬০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে কালো জাম। একটা কাঁঠাল ১০০ টাকা। তবে দাম যাই হোক, বছরের এই একটা দিন জামাই আপ্যায়নে পকেটের কথা চিন্তা করতে রাজি নন শ্বশুর-শাশুড়িরা। বিক্রেতারা অবশ্য বলছেন, জোগানে ঘাটতি থাকায় দাম চড়েছে।

গোটা বিশ্ব ভারতকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে দেখছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): গোটা বিশ্ব ভারতকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে দেখছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, সমগ্র বিশ্বের মানুষজন ভারতকে অন্বেষণ করতে চায়, ভারতকে বুঝতে চায়। উত্তরাখণ্ডের মতো সুন্দর রাজ্যের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ। বন্দে ভারত ট্রেন উত্তরাখণ্ডের পর্যটন ক্ষেত্রে ভাল অবদান রাখবে। বৃহস্পতিবার দিল্লি-দেহরাদূন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন দিল্লি থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উদ্বোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন তিনি।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বন্দে ভারত ট্রেন ভ্রমণের জন্য মানুষের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠছে। পরিকাঠামোর আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশে দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে। কিন্তু আগের সব সরকারই ব্যস্ত ছিল দেশের উন্নয়নে নয়, দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি ও ''পরিবর্তন'' বাড়াতে।' মোদী বলেছেন, '২০১৪ সালের পর থেকেই পরিবর্তন দেখতে শুরু করেছে ভারত; আমরা রেলওয়ের রূপান্তরের জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা করেছি। দেশের উন্নয়নে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক নীতি ও পরম আনুগত্য থাকায় এসবই সম্ভব হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'পূর্বতন সরকারগুলি ভারতে হাইস্পিড ট্রেনের বিষয়ে বড় দাবি করেছিল, কিন্তু বহু বছর অতিবাহিত হয়েছে, হাইস্পিড ট্রেনকেই বাদ দিন...তাঁরা রেল নেটওয়ার্ক থেকে মানবহীন লেভেল ক্রসিংগুলিও সরাতে পারেনি। বিদ্যুতায়নের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। এর আগে যে দলগুলি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল, তাঁরা কখনোই দেশের এই প্রয়োজন বুঝতে পারেনি।

কাশ্মীরের কিশতওয়ারে তাঁবুতে ভেঙে পড়ল গাছ, যাযাবর পরিবারের চারজনের মৃত্যু

শ্রীনগর, ২৫ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলায় অস্থায়ী তাঁবুতে গাছ ভেঙে পড়ে প্রাণ হারালেন যাযাবর পরিবারের ৪ জন সদস্য। বুধবার গভীর রাতে কিশতওয়ার জেলার কেশওয়ান বনাঞ্চলে ভালনা এলাকায় তাঁবুতে গাছ পড়ে যাযাবর পরিবারের চারজনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে প্রবল বৃষ্টিপাতের পর দমকা হাওয়ার কারণে, কেশওয়ান বনাঞ্চলের ভালনা এলাকায় একটি বড় পাইন গাছ তাঁবুতে ভেঙে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, যাযাবর বাকেরওয়াল পরিবার তাঁদের ভেড়া ও ছাগল নিয়ে দাছনের দিকে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বৃষ্টির কারণে তাঁরা নিজেদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়ে ভালনা বনাঞ্চলে তাঁবু স্থাপন করেন। কিশতওয়ারে ডিসি দেবাংশ যাদব বলেছেন, একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় কেশওয়ানের ভালনা এলাকায় একটি গাছ ভেঙে পড়ে ৩ মহিলা-সহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। রেড ক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। মৃতরা হলেন-নাজির আহমেদ, তাঁর স্ত্রী নিসারা বেগম, মাইমনা বেগম ও শাম্মা বেগম। তাঁরা কাঠুয়া জেলার বাসিন্দা।

ভারতে করোনায় মৃত্যু ৫ জনের

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বেড়েছে, যদিও সুস্থতার দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৫৩৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৬,১৬৮-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ৫ জনের মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৫৪ জনের (১.১৮ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫০,৪০৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০১,৫৯৬ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,০২,৮৭২ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৪ মে সারা দিনে ভারতে ১,২৩,৩৯৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতীয় গণতন্ত্রকে দুর্বল করছে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৫ মে (হি.স.) : বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস-সহ ১৯টি বিরোধী দল নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের অনুষ্ঠান বয়কট করার কথা জানিয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বিরোধীদের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, ভারতীয় গণতন্ত্রকে দুর্বল করছে বিরোধীরা।

উল্লেখ্য, নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ না জানানোয় সরব হয়েছেন বিরোধীরা। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বুধবার পর্যন্ত ১৯টি বিরোধী দল এই অনুষ্ঠান বয়কট করার কথা জানিয়েছে। যা নিয়ে বিরোধীদের পরোক্ষে কটাক্ষ করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার যোগী বলেছেন, 'এই ঐতিহাসিক উপলক্ষকে একটি মর্যাদাপূর্ণ ও গর্বের মুহূর্ত করার পরিবর্তে, কংগ্রেস সহ বিরোধীরা বিবৃতি দিচ্ছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। গণতন্ত্রকে দুর্বল করা হচ্ছে, আমি মনে করি দেশ কোনও অবস্থাতেই এটা মেনে নেবে না।'

দেহরাদূন ও দিল্লির মধ্যে যাত্রা আরও সহজ, প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পেল উত্তরাখণ্ড

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): একের পর এক বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটে চলেছে দেশ জুড়ে। এবার দেবভূমি উত্তরাখণ্ড পেল প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন। দিল্লি থেকে দেহরাদূন পর্যন্ত যাত্রা এখন আরও সহজ হল, আরও আরামে। ২৫ মে, বৃহস্পতিবার দিল্লি-দেহরাদূন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন দিল্লি থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উদ্বোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সবুজ পতাকা নেড়ে উত্তরাখণ্ডের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

উত্তরাখণ্ডের প্রথম এই নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি দিল্লি-দেহরাদূন রুটে চলবে। দিল্লি-দেহরাদূন রুটে চলা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটিতে আটটি কোচ থাকবে। আটটি কোচই হবে চেয়ার কার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তরাখণ্ডের উন্নয়ন যাত্রায় একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হল বৃহস্পতিবার। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'উত্তরাখণ্ড দেহরাদূন থেকে দিল্লি পর্যন্ত প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পেল। এই এক্সপ্রেস মানুষের ভ্রমণের সময় কমিয়ে দেবে।' মোদী আরও বলেছেন, 'দিল্লি এবং দেহরাদূনের মধ্যে চলা এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি দ্রুত গতিতে দেশের রাজধানীকে যুক্ত করবে। এই ট্রেনের মাধ্যমে দিল্লি এবং দেহরাদূনের মধ্যে যাতায়াতের সময় অনেকটাই কমে যাবে। ট্রেনের সুবিধা এই যাত্রাকে আনন্দদায়ক করে তুলবে।'

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

তেল ছাড়াই বানিয়ে নিন চিকেন কাবাব

কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিসের মতো লাইফস্টাইল ডিজিজ জাঁকিয়ে বসলে খাওয়া-দাওয়ার উপর রাশ টানতে হয়। কোনও লাইফস্টাইল ডিজিজের ক্ষেত্রে ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সবচেয়ে জরুরি। মেপে-মেপে খাবার খাওয়ার পাশাপাশি কী খাচ্ছেন এবং কখন খাচ্ছেন সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত সুস্থ থাকতে চিকিতকেরা বলেন, তেলে ভাজাভুজি খাবার এড়িয়ে যেতে। কিন্তু বিরিয়ানি থেকে শুরু করে বার্গার, ফ্রায়েড চিকেন সবকিছুর মধ্যেই তেল পাওয়া যায়। সারা সপ্তাহ ডায়েট মেনে খাবার খেলেও উইকএন্ডে কোনওভাবে মন চায় না তেল-মশলা ছাড়া খাবার খেতে। আবার ডায়েট ঠিক রাখাও জরুরি। তাই এমন পদের সন্ধান চাই যা স্বাদ ও স্বাস্থ্য দুটোরই খেয়াল রাখবে। এই সুযোগে যদি চিকেন কাবাব খাওয়া যায়, তাহলে কেমন হবে? চিকেন কাবাব শুনে ভাবছেন এটা হেলদি নাকি! দোকান থেকে কিনে আনা চিকেন কাবাব মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। তাতে স্বাদ থাকলেও তেল, মাখনের পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু আপনি যদি বাড়িতে চিকেন কাবাব বানান এবং তাতে বিন্দুমাত্র তেল না ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে। হ্যাঁ, তেল ছাড়া চিকেন কাবাব বানাতে পারেন বাড়িতেই। চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপি।

তেল ছাড়া চিকেন কাবাব তৈরির সহজ রেসিপি-

১ কেজি চিকেন নিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন। এবার পালা ম্যারিনেশনের। পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও কাঁচা লঙ্কা নিন। মিক্সিতে ভাল করে পেস্ট করে নিন। চিকেনের মধ্যে এই মশলাটা দিয়ে দিন। এবার এতে ২০০ গ্রাম মতো টক দই দিন। আর তার সঙ্গে দিন তন্দুরি মশলা কিংবা বিরিয়ানি মশলা। এবার মাংসটা ভাল করে ম্যারিনেট করুন। খেয়াল রাখবেন যাতে মাংসের প্রতিটা কোণায় মশলা পৌঁছায়। এবার এই ম্যারিনেট করা মাংসটা এক ঘণ্টা ঢাকা দিয়ে রেখে দিন।

গ্যাস ননস্টিকের কড়াই চাপান। এবার এর মধ্যে সমস্ত চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিন। মাংসটা প্রথমে একটু ভাল করে নেড়ে দিন। একটু লাল-লাল হয়ে গেলে মাংসটা ঢাকা দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর ঢাকা সরিয়ে দেখুন মাংস সেদ্ধ হয়েছে কিনা। অন্যদিকে একটি কড়াইতে ১/২ চামচ মাখন গরম করুন। এবার এতে চিকেনের টুকরোগুলো অল্প করে নেড়ে নিয়ে নামিয়ে নিন। রায়তা বা পুদিনার চাটনি এবং স্যালাদের সঙ্গে পরিবেশন করুন তেল ছাড়া চিকেন কাবাব। এতে জমে যাবে উইকএন্ড।

পাকা ও কাঁচা উভয় আমেই রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ

আমকে বলা হয় ফলের রাজা। আম খেতে ভালোবাসেন না, এমন মানুষ পাওয়া মুশকিল। কেবল স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় নয়, পাকা ও কাঁচা উভয় আমেই রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ। পাকাআমে ক্যারোটিনের মাত্রা বেশি। প্রতি ১০০ গ্রাম আমে ২৭৪০ মাইক্রো গ্রাম ক্যারোটিন থাকে। এতে ১.৩ গ্রাম আয়রন, ১৪ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ১৬ মি.গ্রা. ফসফরাস, ১৬ মি.গ্রা. ভিটামিন সি, ০.৯ মি.গ্রা. রিভোফ্লেভিন এবং ০.০৮ মি.গ্রা. থায়ামিন থাকে। এছাড়াও পাকা আমে রয়েছে ভিটামিন বি-১ ও বি-২। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আমে ০.১ মি.গ্রা. ভিটামিন বি-১ ও ০.০৭ মি.গ্রা. বি-২ রয়েছে। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আমে ০.৫ গ্রাম খনিজ লবণ থাকে। এতে কিছু পরিমাণ প্রোটিন ও ফ্যাট থাকে। যেমন- প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আমে ১ গ্রাম প্রোটিন ও ০.৭ গ্রাম ফ্যাট থাকে। আম শ্বেতসারের ভালো উত। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আমে ২০ গ্রাম শ্বেতসার পাওয়া যায়। আম খেলে আমাদের কী উপকার হয়?

আম তারুণ্য ধরে রাখতে কার্যকর। আমে থাকা ভিটামিন সি কোলাজেনের উতাদনে সাহায্য করে। ফলে ত্বক সতেজ ও টান টান হয়। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই, যা ত্বক ও চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আমের ক্যারোটিন চোখ সুস্থ রাখে, সর্দি-কাশি দূর করে। কার্বোহাইড্রেইট কর্মশক্তি যোগায়।ভিটামিন সি ও বিভিন্ন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায়, যা দেহের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আমে কপার পাওয়া যায়, যা লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতে সাহায্য করে। আমের আয়রন অ্যানিমিয়া প্রতিরোধ করে। ক্যালসিয়াম হাড় সুগঠিত করে, হাড় ও দাঁতের সুস্থতা বজায় রাখে। আম থেকে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। ভিটামিন সি স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে। দাঁত, মাড়ি, ত্বক ও হাড়ের সুস্থতা রক্ষা করতেও সাহায্য করে ভিটামিন সি। এর পটাশিয়াম রক্ত স্বল্পতা দূর করে ও হৃদ্যন্ত্র সচল রাখতে সাহায্য করে। এই ফলের আঁশ, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা হজমে সহায়তা করে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। আম কোলন ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার, রক্তস্বল্পতা ও প্রোস্টেট ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। পাকাআম রক্তে কোলেস্টেরলের ক্ষতিকর মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ভিটামিন বি-৬ পাওয়া যায়, যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ঠিক রাখতে ও কিছু জটিলতা কমাতে সাহায্য করে। পরিমিত পরিমাণ আম খেলে শরীরে শর্করার মাত্রা ঠিক থাকে। তাই ডায়াবেটিকরা পরিমিত পরিমাণে পাকাআম খেতে পারেন বলে জানান এই অধ্যাপক।

গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভুগছেন?

অনেকেই আছেন যারা প্রায় প্রতিদিনই গ্যাস, অ্যাসিডিটির মতো নানান সমস্যায় ভোগেন। সারাদিন শরীরের মধ্যে চলতে থাকে নানান কষ্ট। প্রতিনিয়ত খেতে হয় ওষুধ। তবে তা কিন্তু সমাধান নয়, কারণ ওষুধ বেশি খাওয়া একদমই ভালো নয়। জানেন কি এর সমাধানের উপায় আছে মাত্র ৪ খাবারেই। নিয়মিত খান এই খাবার গুলো আর গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যাকে বিদায় জানান।

পেট ভালো রাখার কাজে দইয়ের কোনও জুড়ি নেই। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ল্যাকটোব্যাসিলাস। এই ল্যাকটোব্যাসিলাস হল উপকারী ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া কিন্তু অন্ত্রের খেয়াল রাখার কাজে ১০০ তে ১০০। তাই নিয়মিত দই খান। এছাড়া দইতে রয়েছে ক্যালশিয়াম, ভিটামিন ডি, প্রোটিন ও পটাশিয়ামের ভাণ্ডার। তাই দই খেলে গোটা দেহের সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এই কারণে নিয়মিত টক দই খেতেই হবে। শাকে মজুত রয়েছে বিভিন্ন উপকারী ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তাই শাক খেলে দেহে পুষ্টির ঘাটতি মিটে যায়। এমনকী এতে থাকা ফাইবার কোলোন বা অন্ত্রকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। কমে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা। তাই অন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে চাইলে নিয়মিত শাক খাওয়া চাই। এক্ষেত্রে নিজের পছন্দমতো যে কোনও একটি শাক পাতে রাখলেই ফল পাবেন।

অন্ত্রকে সুস্থ রাখতে চাইলে ফাইবার রিচ সিরিয়ালস খাওয়া বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে ঢেঁকি ছাঁটা চাল, জোয়ার ও রাগির মতো শস্যে রয়েছে ফাইবারের প্রাচুর্য। এই ধরনের শস্য খেলে পেট সহজে পরিষ্কার হয়। এমনকী মল হয় নরম। তাই পাইলস, কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা কমে। এছাড়া গবেষণায় দেখা গিয়েছে এই ধরনের শস্য নিয়মিত খেলে সুগার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই এখন থেকে নিয়মিত এই ধরনের শস্য জাতীয় খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। বাংলা তথা গোটা পৃথিবীতে ব্রকোলির খাওয়ার চল বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সবজির এতশত গুণ যে বলে শেষ করা যাবে না! এই সবজিতে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ৬, ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়ামের ভাণ্ডার। এছাড়া ফুলকপি-বাঁধাকপির ভায়রাভাই এই সবজি ফাইবার সমৃদ্ধ। এই উপাদান অন্ত্রের খেয়াল রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী। এছাড়া এতে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গোটা দেহের পাশাপাশি অন্ত্রের প্রদাহজনিত সমস্যা মেটায়। তাই নিয়মিত ব্রকোলির তরকারি খাওয়ার অভ্যাসটা এবার তৈরি করে ফেলুন। অন্ত্রকে সুস্থ রাখতে চাইলে পর্যাপ্ত জলপান করা চাই। জলপানের মাধ্যমেই মল নরম হয়, অন্ত্রে জমে থাকা ময়লা বেরিয়ে যেতে পারে, এমনকী দূর হয় টক্সিন। তাই প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ৩ থেকে ৪ লিটার জলপান করুন। এক্ষেত্রে জলের পাশাপাশি ডাবের জল, ফ্রুট জুস এবং ওআরএস খেতে পারেন। এতেই সুস্থ থাকবে শরীর।

কথায় কথায় অ্যান্টাসিড খান?

গাস-অম্বলের সমস্যা মানুষের সারাজীবন। একটু মশলাদার খাবার খেলেই গলা জ্বালা, চোয়া ঢেকুড়, পেট খারাপের, বদহজমের সমস্যা দেখা দেয়। আর এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বিশেষজ্ঞের কোনও রকম পরামর্শ না নিয়েই অনেকেই ডাক্তারি করে বসেন।

খান মুঠোমুঠো অ্যান্টাসিড । আর এতেই দেখা দেয় বড় বিপদ। বিশেষজ্ঞরা বার-বার এই বিষয়ে সতর্ক করলেও কোনও পরিবর্তন হয়নি। একটু সাময়িক স্বস্তি পেতে শরীরের যে কত বড় ক্ষতি হচ্ছে জানুন

অ্যান্টাসিড হল ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ। যা কোনও রকম প্রেসক্রিপশন ছাড়াই দোকান থেকে কেনা যায়। আর এতেই হয়েছে যত বিপদ। না বুঝেশুনে মুড়ি-মুড়কির মতো এই অ্যান্টাসিড খাচ্ছেন মানুষ। এই ওষুধের মূল কাজ হল পাকস্থলীর অ্যাসিডকে প্রশমিত করা। ফলে সাময়িক ভাবে সমস্যা কমে। এছাড়াও এই ওষুধ পেটের আলসার, কস্থলীর লাইনিং এর প্রদাহ কমায়। তবে অত্যধিক পরিমাণে অ্যান্টাসিড খেলে কী ক্ষতি হয় জানুন..

এনএইচএস.ইউকে-এক মতে অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যান্টাসিড খেলে হতে পারে ডায়ারিয়া, পেটে বথা, বমির সমস্যা। এছাড়াও দেখা দিতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য, অত্যধিক বাতকর্মের সমস্যাও। জানেনে কি অত্যধির আন্টাসিড খাওয়ার ফলে হতে পারে মাথা যন্ত্রণার সমস্যাও। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুলের মেডিসিন বিভাগের এক গবেষণাপত্র অনুযায়ী, অতিরিক্ত অ্যান্টাসিড খেলে হাড় ভঙ্গুর হয়ে যায়। এবং কিডনির অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে।এছাড়াও এতে হৃদযন্ত্রের অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে হৃদরোগের আশঙ্কা মারাত্মক ভাবে বেড়ে যায়। কাঁদের অ্যান্টাসিড খাওয়ার আগে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে? ১. অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ২. ব্রেস্টফিড করান যাঁরা ৩. উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে যাঁদের ৪. কিডনির সমস্যায় ভুগছেন যাঁরা ৫. লিভার সিরোসিস রয়েছে যাঁদের ৬. হার্টের সমস্যায় আক্রান্ত যাঁরা কখন খাওয়া উচিত অ্যান্টাসিড? অনেকেই খালিপেটে অ্যান্টাসিড খান। এই অভ্যেস অবিলম্বে তাগ করতে হবে। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রয়োজন পড়লে খাবার খাওয়ার আগে বা পড়ে অ্যান্টাসিড খেতে হবে। এই ওষুধ ২-৪ ঘণ্টা কাজ করে। তাই একটি ওষুধ খেয়ে কাজ না হলে তারপরেই আর একটি ওষুধ খাওয়া চলবে না। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

রোগা হতে চিনি বাদ দিয়ে সুগার ফ্রি খাচ্ছেন?

অতিরিক্ত চিনি শরীরের জন্য একেবারেই ঠিক নয়। ডায়াবেটিস, হাই ব্লাডপ্রেশার, ওবেসিটি, ফ্যাটি লিভার এবং অন্যান্য শারীরিক প্রদাহ জনিত সমস্যা বাড়ে মাত্রাতিরিক্ত চিনি খেলে। আর তাই বিশেষজ্ঞরা সব সময় সুষম আহারের পরামর্শ দেন। সেই তালিকায় শাক-সবজি, ফল এসবই বেশি পরিমাণে থাকে। ক্যালোরি, কার্বোহাইড্রেট এবং চিনি একেবারেই কম পরিমাণে থাকে।

মিষ্টি আমাদের সকলেরই এত প্রিয় যে এর সঙ্গ ত্যাগ করা খুবই কঠিন। মন খারাপ থাকলে মিষ্টি মন ভাল থাকলে মিষ্টি মিষ্টি আমাদের সব সময়ের সঙ্গী। মিষ্টি দিলে তবেই না ডাল, তরকারির স্বাদ ব্যালেন্স হয়। চিনি ছাড়া চা, তরকারি এসবে এখনও অনেক মানুষ অভ্যস্ত নন। বাড়িতে ৫০০ গ্রাম চিনি হলেও কিনে আনার অভ্যাস আমাদের রয়ে গিয়েছে। মিষ্টি খেলেই একাধিক সমস্যা জাঁকিয়ে বসবে শরীরে। আর তাই যাঁরা ডায়াবেটিসে ভুগছেন বা ওজন কমাতে চাইছেন তাঁরা সকলেই চিনির পরিবর্তে সুগার ফ্রি ট্যাবলেট ব্যবহার করেন। যাতে সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙে। বিশেষর্রা বলছেন দীর্ঘদিন ধরে এই সুগার ফ্রি খেলে ওজনও কমে না আর চর্বিও ঝরে না। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই কৃত্রিম চিনি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ওজন কমাতে কোনও ভাবেই যেন সুগার ফ্রি বড়ি ব্যবহার না করা হয় সেই নির্দেশই তাঁরা দিয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওই নির্দেশিকাতে আরও বলা হয়েছে সুগার ফ্রি একাধিক জটিল সমস্যা ডেকে আনতে পারে। সেই সঙ্গে শরীরে বাসা বাঁধে একাধিক রোগ সমস্যাও। যে কারণে সচেতন থাকতেই হবে। আর এই সুগার ফ্রি চিনির থেকেও বেশি ক্ষতিকারক। এতে হার্টের উপর চাপ বেশি পড়ে। এমনকী প্রাপ্ত বয়স্কদের মৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়তে পারে। দীর্ঘদিন ধরে সুগার ফ্রি খেলে যে সব সমস্যা হতে পারে-

টাইপ ২ ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ হারটর্রে সমস্যা স্ট্রোক হার্ট ফেলিওর ওবেসিটি তাই চিকিৎসকদের পরামর্শ এই সুগার ফ্রি ব্যবহার না করে প্রাকৃতিক চিনি রয়েছে এমন খাবার খান। সম্পূর্ণ চিনি ছাড়া খাবার খাওয়া অভ্যাস করুন। চিনির তেষ্টা মেটাতে শুকনো ফল, খেজুর, কিশমিশ এসব খান। এছাড়াও আম, সবেদা, আঙুর এমন ফল খেতে পারেন। আর যাঁরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাঁরা কোনও ভাবেই সুগার ফ্রি খাবেন না।

এই গরমে শরীরে জলের ঘাটতি পূরণে করণীয়

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। এই সময়ে শরীরে জলের ঘাটতি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এত শারীরিক নানা সমস্যাও দেখা দিতে পারে। কিন্তু চিকিতকেরা জানাচ্ছেন, জল খেতে ভালো না লাগলেও এ সময়ে হিটস্ট্রোকের হাত থেকে বাঁচতে স্বাস্থ্যকর পানীয় বা জলের পরিমাণ বেশি আছে, এমন খাবার খাওয়া জরুরি। এদিকে, বাড়ির বাইরে থাকলে অনেকেই জল খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দেন। ফলে শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলে শুধু ডিহাইড্রেশন নয়, অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার ফলে শরীরে সোডিয়াম-পটাশিয়ামের মাত্রা কমে গিয়েও জটিলতা বেড়ে যেতে পারে। তাই জল খেতে ভালো না লাগলেও এই আবহাওয়ায় শারীরিক সমস্যা এড়াতে শরীরে জলের ঘাটতি হতে দেওয়া চলবে না। শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখতে যা যা করণীয়: (১) জল খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে মোবাইল ফোনে "রিমাইন্ডার" দিয়ে রাখতে পারেন। বাড়ির বাইরে যেখানেই যান, সঙ্গে জলের বোতল নিয়ে বেরোনোই ভালো।

(২) জল খেতে ভালো না লাগলে ওআরএস বা ডাবের জল, ঘোল, লেবুর রস-লবন-চিনির শরবত খাওয়া দরকার।

(৩) জলশূন্যতা থেকে বাঁচতে, তেষ্টা না পেলেও জল খেতে হবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে থাকলে অনেক সময়েই তেষ্টা অনুভব করা যায় না। সে ক্ষেত্রে জল খাওয়ার কথা মনে করানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। (৪) জলের স্বাদ ভালো না লাগলে জলের মধ্যে পুদিনা, তুলসী, লেবু বা অন্যান্য ফলের টুকরো ভিজিয়ে রেখে খেতে পারেন।

(৫) ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচতে জলের পরিমাণ বেশি এমন শাকসব্জি বা ফল খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে।

চুলে তেল দিলে তবেই চুল তাজা থাকে

চুলে তেল দিলে তবেই চুল তাজা থাকে। এখন অনেকেই রোজ চুলে চেল দেন না। চুলে তেল দেওয়ার অভ্যাস চলে গিয়েছে। কাজের প্রয়োজনে সকলকেই বাড়ির বাইরে বেরোতে হয়। রোজ চুলে তেল দিয়ে তো বাইরে বেরনো যায় না। শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, চুলে স্ট্রেটনিং, হেয়ার পলিশিং এই সবের চক্করে পড়ে অনেকেই চুলে তেল লাগাতে ভুলে যান।

এবার যেদিন শ্যাম্পু করা হয় তার আগের দিন তেল গরম করে চুলে মালিশ করে সারারাত রেখে দেওয়া হয়। এই সারারাত চুলে তেল দিয়ে রাখার অভ্যাস কতটা যুক্তিযুক্ত? অনেকের ধারণা সারারাত চুলে তেল দিয়ে রাখলে তবেই চুলে ভাল করে তেল ঢোকে। সত্যিই কি এভাবে চুলের গোড়ায় পুষ্টির যোগান দেওয়া যায়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন নিয়মিত স্ক্যাল্পে তেল মালিশ করলে তবেই চুল ভাল থাকে। নইলে চুল অনেক তাড়াতাড়ি পড়ে যেতে পারে। সারারাত চুলে তেল দিয়ে রাখলেই যে চুলের কোয়ালিটি ভাল হয়ে যায় এমনটা একেবারেই নয়। চিকিতকেরা বলছেন, চুলে তেল দিয়ে ঘুমোলে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। চুলে তেল লাগালে চুলোর গোড়া দুর্বল থাকে। চুলে টান পড়ে। ফলে গোড়া থেকে তা আলগা হয়ে যায়। আর তেল লাগালে চুলের গোড়া এতটাই দুর্বল থাকে যে ঘষা লাগলেও চুল ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সব সময় বালিশ, চাদর ঠিক ভাবে পরিষ্কার থাকে না। বালিশে, চাদরে ধুলো লেগেই থাকে। সেই ধুলো লাগা চাদর ব্যবহার করলে চুলে ধুলো আটকে যেতে পারে।

স্ক্যাল্পে তেল লাগানোর আগে ভাল করে স্ক্যাল্পের প্রকৃতি পরীক্ষা করে নিন। শুষ্ক স্ক্যাল্প হলে একরকম এবং তৈলাক্ত স্ক্যাল্প হলে একরকম। চুল যদি পাতলা আর রুক্ষ্ম হয় তাহলে সপ্তাহে তিনদিন তেল মাখুন। এরপর অবশ্যই মনে করে শ্যাম্পু করে নেবেন। বেশি তেল মাখলেই যে চুল ভাল থাকবে এরকম নয়। চুলে মেপে তেল দিন। অতিরিক্ত তেলও চুলের জন্য একেবারেই ভাল নয়। স্ক্যাল্পে অল্প তেল মালিশ করে নিন। এরপর চুলের গোড়ায় তেল লাগিয়ে নিন। এতেই চুল ভাল থাকবে।

মহিলাদের শরীরে অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেন উতাদন হলে কী হয়

হরমোন আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে রাসায়নিক বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করে এই হরমোন। বৃদ্ধি,প্রজনন থেকে শুরু করে বিপাক সবেতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই হরমোনের। আর হরমোনের ভারসাম্যহীনতা থেকে ক্যানসারও হতে পারে। মহিলাদের শরীরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন হল ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন।

মহিলাদের শরীরে যৌন হরমোন হল ইস্ট্রোজেন এবং অ্যান্ড্রোজেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন অনুসারে মেয়েদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেন বেশি উতন্ন হলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা হতে পারে। অ্যালোপেসিয়া, ব্রণ, পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এবং বেশ কিছু প্রজনন-গত সমস্যার পিছনে দায়ী হল এই অ্যান্ড্রোজেন হরমোন। ডিম্বাশয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেন উতন্ন হলে সেখান থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ টেস্টোস্টেরন তৈরি হয়। এর ফলে মহিলাদের মধ্যে পুরুষের বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়। মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের শরীরেই এই অ্যান্ড্রোজেন তৈরি হয়। মহিলাদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেনের ২০০টিরও বেশি কাজ রয়েছে।

মহিলাদের শরীরে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেন উতন্ন হয় তাহলে এই কয়েকটি লক্ষণ দেখা দেয়- অনিয়মিত মাসিক বা পিরিয়ড টানা কয়েক মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া

শরীরে অতিরিক্ত চুল

মুখে বেশি চুল গজায়

পেশী মোটা হয়ে যায়

ওজন বাড়ে সেই সঙ্গে আকৃতিগত পরিবর্তনও আসে ব্রণর সমস্যাও দেখা দেয় আজকাল-এর সমস্যায় প্রচুর মেয়ে ভুগছে। মহিলাদের মধ্যে অ্যান্ড্রোজেনের আধিক্য-এর অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত পরিমাণে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেলে সেখান থেকেও সমস্যা হতে পারে। এই হরমোন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রথমেই যা করতে হবে তা হল চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এছাড়াও নিয়মিত ব্যায়াম, ডায়েট আর শরীরচর্চা করতেই হবে। সেই সঙ্গে চিকিৎসকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়িও খেতে দেন। প্রাথমিক ভাবে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে। আজকাল অধিকাংশ মেয়ের মধ্যেই এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তাই এই পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম থাকলে বছরে দুবার প্রয়োজনীয় সব পরীক্ষা করিয়ে রাখবেন।

দোকানের মতো মাঙ্গো আইসক্রিম এবার বাড়িতেই বানিয়ে নিন

গরম পড়তেই বাজার সেজে উঠেছে রকমারি সব আমে (। ছোট থেকে বড় কমবেশি সকলেই খেতে পছন্দ করেন এই রসালো সুন্দর মিষ্টি ফল। আর যদি প্রিয় ফল আইসক্রিমের অবতারে সামনে আসে? তবে কেমন হয়? পুরো জমে ক্ষির! আম ও আইসক্রিমের যুগলবন্দীতে জমে যাবে শেষপাত যাকে বলে। জানেন কি এই ম্যাঙ্গো আইসক্রিম খুব সহজেই বাড়িতে বানানো সম্ভব।

পয়সা খরচ করে বাইরে থেকে কেন কিনবেন এই আইসক্রিম যখন উপায় রয়েছে হাতের কাছেই। কী করে বানাবেন ভাবছেন তো? চিন্তা নেই। রইল রেসিপি

উপকরণ: ২ কাপ তরল দুধ ১/৪ কাপ গুড়ো দুধ ২ কাপ হুইপড ক্রিম ১/৪ কাপ কনডেন্সড মিল্ক পরিমাণ মতো চিনি ২-৩ টে গোটা আমের পিউরি কয়েক ফোঁটা ভানিলা এসেন্স ড্রাই ফ্রুটস স্টেপ ১- সবার প্রথমে দুধ ভাল করে ফুটিয়ে নিন। এবার তাতে ধীরে ধীরে ধীরে কনডেন্স মিল্ক ও গুড়ো দুধ মেশান। মিশ্রণটি ভাল করে নাড়তে থাকুন। মিশ্রন ঘন হলে তাতে হুইপড ক্রিম মেশান। স্টেপ ২- এবার এই মিশ্রণটি একটু ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে দিন। অন্যদিকে মিক্সারের একটি পাত্রে আমের পিউরি নিন। তাতে চিনি দিন। ও একটু ক্রিম ও কয়েক ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স মেশান।

স্টেপ ৩- এবার ফ্রিজ থেকে বাইরে বের করুন দুধের মিশ্রণটি। এবং তার সঙ্গে মিশিয়ে দিন আমের মিশ্রণ।

স্টেপ ৪- এবার খোপ কাটা আইসক্রিম কন্টেনার নিন। যদি না থাকে তবে বাটিও ব্যবহার করতে পারেন। তাতে উপর দিয়ে এই মিশ্রণ দিয়ে দিন। চাইলে কাঠিও গুজে দিতে পারেন। এবার এগুলি ৮-১০ ঘণ্টার

জন ফ্রিজে রেখে দিন। আইসক্রিম জমে গেলে উপর থেকে ড্রাইফ্রুটস ছড়িয়ে দিন। বাস তৈরি আপনার মাঙ্গো আইলক্রিম। পরিবারের সকলকে লাঞ্চ বা ডিনারের পর পরিবেশন করে চমকে দিন!

ত্রিদেশীয় সফর শেষে দিল্লি ফিরতেই প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা, মোদী-মোদী স্লোগানে মুখরিত

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): "সফল" ত্রিদেশীয় সফর শেষে বৃহস্পতিবার সকালেই দিল্লিতে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির পালম বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে, "মোদী-মোদী" স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পালম বিমানবন্দর চত্বর। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি, বিজেপি নেতা হর্ষ বর্ধন-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতা-নেত্রীরা।

ভোর থেকেই পালম বিমানবন্দর চত্বরে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য বিজেপি কর্মীরা। তাঁরাও প্রধানমন্ত্রীকে একঝলক দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন।

ত্রিদেশীয় সফরে সর্বপ্রথম জাপানে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি যান পাপুয়া নিউগিনি ও অন্তিম পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। বুধবারই অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতের উদ্দেশে রওনা হন তিনি, আর বৃহস্পতিবার সকালে এসে পৌঁছন মাতৃভূমিতে। দিল্লির পালম বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। প্রধানমন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। দিল্লির পালম বিমানবন্দরের বাইরে জড়ো হওয়া বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের হাত নেড়ে অভিবাদন ও ধন্যবাদ জানান মোদী।

আত্মহত্যার চেষ্টা কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.): কলকাতা মেট্রোয় ফের আত্মহত্যার চেষ্টা। বৃহস্পতিবার সকালে কালীঘাট মেট্রো স্টেশন থেকে লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে গেলেও বৃহস্পতিবার সকালের এই ঘটনার জেরে ব্যাহত হয় মেট্রো পরিষেবা। মেট্রো সূত্রে খবর, আপাতত ময়দান স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলে জানা গিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে।

অফিস টাইমে মেট্রো পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় ভোগান্তির মুখে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। এই প্রসঙ্গে মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, আপাতত দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো চলছে। কবি সুভাষ স্টেশন থেকে মেট্রো চলছে টালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার ময়দান থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত মেট্রো চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

দুষ্কৃতী-পুলিশের গুলির লড়াই, উত্তপ্ত শীতলকুচি

শীতলকুচি, ২৫ মে (হি.স.) : এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করতে গিয়ে ছয় রাউন্ড গুলি চালাল পুলিশ। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শীতলকুচি ব্লকের নগরনেপরা গ্রামে। ঘটনায় এক পুলিশ আধিকারিক জখম হয় বলে অভিযোগ।

বুধবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, নাল মিয়াঁ নামে এক কুখ্যাত দুষ্কৃতী বাড়ি ফিরেছে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। নালের বিরুদ্ধে গরু পাচার ও গুলি চালানো সহ একাধিক মামলা রয়েছে। রাত সাড়ে ১০টায় শীতলকুচি থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী নাল মিয়াঁর বাড়ি ঘেরাও করে। পুলিশ দরজায় ধাক্কা মারতেই নাল মিয়াঁ ও তার এক সঙ্গী বাড়ির পেছনে প্রাচীর টপকে বের হয়। পুলিশের ঘেরাটপে পড়েছে বুঝতে পেরে এলপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে দুষ্কৃতীরা। শীতলকুচি থানার পুলিশও পালটা ছয় রাউন্ড গুলি চালায়। অন্ধকারে থাকায় নাল মিয়াঁ পালিয়ে যায়। পুলিশ তার স্ত্রী ও মেয়েকে আটক করে। রাত থেকেই নাল মিয়াঁর বাড়ি ঘেরাও করে রাখে পুলিশ।

জি-২০ দেশগুলি যৌথভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়বে

দেহরাদুন, ২৫ মে (হি.স.) : বৃহস্পতিবার নরেন্দ্র নগরে জি-২০ সম্মেলনের দুর্নীতি বিরোধী ওয়ার্কিং গ্রুপের দ্বিতীয় বৈঠক শুরু হয়েছে। বৈঠকে জি-২০ দেশের প্রায় ৯০ জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট বলেন, সভা থেকে যে মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভূত হয়েছে তা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বকে পথ দেখাবে।

বৃহস্পতিবার নরেন্দ্রের একটি হোটেলে জি-২০ সম্মেলনের দুর্নীতিবিরোধী ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট। এই বৈঠক চলবে ২৭ মে পর্যন্ত। এর আগে এই সভাটি হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর তৃতীয় সভা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে।

এর পরে, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় উত্তরাখণ্ডে দ্বিতীয় দুর্নীতিবিরোধী ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, এক পৃথিবী, এক পরিবার ধারণা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। পুরো বিশ্বকে একটি পরিবার হিসাবে দেখুন। বাসুধৈব কুটুম্বকম নিয়ে আমাদের অগ্রগতি ও উন্নয়ন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, বৈশ্বিক পর্যায়ে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা ও চিন্তাভাবনা করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে আন্তর্জাতিক প্রচার হিসেবে নিতে হবে। এই লড়াইয়ের জন্য যৌথ লড়াইয়ের পাশাপাশি বৈশ্বিক লেবেলে সহযোগিতা প্রয়োজন।

সংক্রমণ ফের একটু বাড়ল; সক্রিয় রোগী কমে ৬,১৬৮, ভারতে করোনায় মৃত্যু ৫ জনের

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বেড়েছে, যদিও সুস্থতার দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৫৩৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৬, ১৬৮-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে।

৫ জনের মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৫৪ জনের (১.১৮ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫০,৪০৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০১,৫৯৬ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,০২,৮৭২ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৪ মে সারা দিনে ভারতে ১,২৩,৩৯৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের খুন্তিতে পৌঁছে মহিলা গোষ্ঠীর পণ্যগুলি পরিদর্শন করলেন রাষ্ট্রপতি

খুন্তি (ঝাড়খণ্ড), ২৫ মে (হি.স.) : ঝাড়খণ্ড সফরের দ্বিতীয় দিনে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় খুন্তিতে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি প্রথমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দ্বারা তৈরি সামগ্রীগুলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রতিটি স্টলে গিয়ে প্রতিটি পণ্য সম্পর্কে খোঁজ নেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বলেন, হ্যাঁ, মুন্ডা ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, সমগ্র রাজ্যে প্রায় ২২৫টি মহিলা সহায়তা গোষ্ঠী রয়েছে, তবে মহিলারা এর থেকে সঠিক সুবিধা পাচ্ছেন না। ১৪ হাজারের বেশি গ্রাম আছে, যেগুলো বনজ পণ্য, কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীরা তাদের কাছ থেকে কম দামে কিনে দামে বিক্রি করে। সোরেন বলেন, আদিবাসীদের জন্য তৈরি সমস্ত পরিকল্পনাই চলছে কাগজে কলমে। তবে তিনি কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডার কাজের প্রশংসা করেছেন। তিনি আরও বলেন, অর্জুন মুন্ডা মন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই আদিবাসীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি আশা করি যতদিন এই মন্ত্রী থাকবেন ঝাড়খণ্ডের সক্রিয়তা অব্যাহত থাকবে।

দয়া করে আরও একবার ভাবুন, বয়কটের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতের বিরোধীদের বার্তা নির্মলার

চেন্নাই, ২৫ মে (হি.স.): দয়া করে আরও একবার ভাবুন। নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরোধীরা, এরই প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করলেন বিজেপি নেত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ে নির্মলা সীতারমন বলেছেন, 'নতুন সংসদ ভবন গণতন্ত্রের মন্দির, এমনকি প্রধানমন্ত্রীও মাথা নত করে সংসদে প্রবেশ করেছেন। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি এবং (বিরোধীদের কাছে) আবেদন করছি, দয়া করে পুনরায় চিন্তা করুন, নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করুন এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করুন।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এদিন বলেছেন, তিরুভাদুথুরাই অধীনমের উপহার দেওয়া রাজদণ্ড নতুন সংসদ ভবনে লোকসভা স্পিকারের আসনের কাছে রাখা হবে।

তিনি বলেছেন, এটি একটি অনন্য বিষয়, যা তামিলনাড়ুকে একটি বিশেষ স্থান প্রদান করে। তিনি বলেন, রাজদণ্ড রাজতন্ত্রকে বোঝায় না, বরং এটি দেশের জনগণের জন্য ন্যায়সঙ্গত শাসনকে নির্দেশ করে। বিরোধী দলগুলির গৃহীত অবস্থানের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, সংসদ গণতন্ত্রের মন্দির এবং প্রত্যেকের উচিত যথাযথ সম্মান দেওয়া এবং বিরোধী দলগুলিকে বয়কট পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান তিনি। সীতারমন উল্লেখ করেছেন, যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি উপজাতীয় সম্প্রদায় থেকে আসা রাষ্ট্রপতির সম্পর্কে কুকথা বলেছিল, তাঁরাই এখন সংসদের উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতির গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলছে।

ইউক্রেনে রাতভর ড্রোন হামলা রাশিয়ার , সবকটিই ধ্বংস করেছে কিয়েভ

কিয়েভ, ২৫ মে (হি. স.) ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রাতভর ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের সামরিক প্রধানরা বলেছেন, এক মাসব্যাপী রাজধানীতে রাশিয়া বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। কিয়েভের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তিন ঘণ্টার হামলার সবকটি ড্রোনই ধ্বংস করেছে।রুশ বিমান হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে শহরের সামরিক প্রশাসনের প্রধান সের্হি পপকো টেলিগ্রামে দেওয়া এক বার্তায় বলেছেন, 'আকাশ পথ থেকে আবারও কিয়েভে আক্রমণ করা হয়েছে। ' তিনি বলেন, 'এটি একটি ব্যাপক হামলা ছিল। কৌশল ব্যবহার করে শত্রুরা ড্রোন দিয়ে আক্রমণ করছে। 'তিনি যোগ করেছেন, ইউক্রেনীয় বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দ্বারা কিয়েভের দিকে অগ্রসর হওয়া সবকটি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে।প্রাথমিক তথ্যের উল্লেখ করে বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই হামলায় ইরানের তৈরি করা শাহেদ ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। এদিকে কিয়েভ ছাড়াও খারকিভ এবং চেরনিভতসি শহরেও বিমান সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

সুস্থ হচ্ছে উদয়পুর, ১৫ দিনে একটিও করোনা রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়নি

উদয়পুর, ২৫ মে (হি.স.): করোনা নিয়ে উদয়পুরে স্বস্তির খবর এসেছে। গত ১৫ দিনে করোনা আক্রান্ত কেউ হাসপাতালে ভর্তি হয়নি। পাশাপাশি স্বস্তির বিষয়, যারা হালকা সংক্রমণ নিয়ে আসছেন তারাও হোম আইসোলেশনেই সুস্থ হয়ে উঠছেন।

সরকারি মহারানা ভূপাল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ আর.এল. সুমন বৃহস্পতিবার জানান, গত বছরের ২০২২ সালের শেষের দিকে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের কিছু রোগী আসতে শুরু করে এবং গত ৪ মাসে প্রতি মাসে প্রায় ৪০-৫০ জন রোগী ভর্তি হয়। কিন্তু, গত ১৫ দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা শূন্য হয়েছে, যা আনন্দদায়ক। তিনি আরও জানান, কিছু সংখ্যক করোনা পরীক্ষা এখনও পজিটিভ আসছে, তবে তারা হোম আইসোলেশন থেকে সেরে উঠছে।

রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে নতুন ৩টি সিংহাসনে পট স্থাপন

রায়গঞ্জ, ২৫ মে (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে নতুন ৩টি সিংহাসনে ঠাকুর রামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামীজীর নতুন পট স্থাপন এবং পুজোপাঠ, প্রণাম ও হোম যজ্ঞের আয়োজন করা হয়।বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ মিশনের অনুষ্ঠান ঘিরে সেজে উঠেছে মন্দির প্রাঙ্গণ।

পাশাপাশি মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণ তোরণের উদ্বোধন ও স্বামীজীর মূর্তি পুনঃস্থাপন করা হল। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত চলবে দীক্ষামন্ত্র প্রদাণ অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ। রামকৃষ্ণ মিশন রায়গঞ্জের সম্পাদক স্বামী পরেশাত্মনন্দ মহারাজ জানান, স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ তোরণের উদ্বোধন করলেন। পাশাপাশি নতুন ৩টি সিংহাসনে ঠাকুর, মা ও স্বামীজির পট স্থাপন করেন। শিলিগুড়ি, ইসলামপুর, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, ডালখোলার ভক্তরা দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করবেন। স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ দীক্ষামন্ত্র প্রদান করবেন।

'তৃণমূল বাংলাকে আফগানিস্তান করতে চাইছে', বারাকপুর শুটআউট কাণ্ডে তোপ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.) : বারাকপুর শুটআউট কাণ্ডের পর কেটে গিয়েছে ১৮ ঘণ্টারও বেশি সময়। তা সত্ত্বেও অধরা দুষ্কৃতীরা। তবে এই ঘটনায় শুরু জোর রাজনৈতিক চাপানউতোর। রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষের। তাঁকে পালটা জবাব দিয়েছে তৃণমূল।

বৃহস্পতিবার ইকো পার্কে প্রাতঃ ভ্রমণের পর দিলীপ ঘোষ বলেন, "রাজ্যজুড়ে বোমা-বন্দুকের খেলা চলছে। বোমা ফাটিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। মানুষ মারা যাচ্ছে। তৃণমূল নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। অন্যকে মারছে। পরিকল্পিতভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটানো হচ্ছে। যাতে সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে আর ওরা রাজত্ব করতে পারে। রাজ্যে প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। তৃণমূল ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাকে আফগানিস্তান তৈরি করতে চাইছে।" দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যকে মোটেও ভাল চোখে দেখছে না তৃণমূল। সাংসদ শান্তনু সেনের দাবি, "বিজেপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই তারা যেকোনও ঘটনাকে ইস্যু তৈরি করছে। কথায় কথায় রাজ্য সরকারকে নিশানা করছে। রাজ্য পুলিশ যথেষ্ট তৎপর। শুটআউটের ঘটনায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

এদিকে, শুটআউটের ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মঘটের পথে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। শনিবার ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘটের ডাক বারাকপুর-পলতার স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের। মিছিল করে বারাকপুর কমিশনারেট পর্যন্ত যাবেন তাঁরা। নিরাপত্তার দাবি জানাবেন ব্যবসায়ীরা।

২০২৪ মার্কিন নির্বাচনে রিপাবলিকান দলে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী ডিস্যানটিস

ওয়াশিংটন, ২৫ মে (হি. স.) ২০২৪ সালের মার্কিন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন একসময় তার সহকর্মী ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যানটিস। এর ফলে রিপাবলিকান দলের ভেতর রনের সঙ্গে ট্রাম্পের লড়াই হবে। শেষ পর্যন্ত রিপাবলিকান ভোটাররা যাকে নির্বাচিত করবেন, তিনি ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর সঙ্গে লড়বেন। বুধবার রন জানিয়েছেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সমস্ত কাগজপত্র তিনি নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কাছে জমা দিয়েছেন। ৪৪ বছরের এই গভর্নর ক্ষমতায় এলে কী করবেন, ইতোমধ্যে তারও একটি রূপরেখা দিয়েছেন।

তিনি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে তিনি প্রাচীর তৈরি করবেন। মেক্সিকোর মাদক মাফিয়াদের আটকাতে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু কাজের কথা বলেছেন তিনি। নিজের কম বয়সকে প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন রন। একসময় ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন ফ্লোরিডার গভর্নর। পরে ট্রাম্পের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়ে। রিপাবলিকান শিবিরের অনেকেই মনে করছেন, ট্রাম্পকে রীতিমতো টক্কর দেবেন রন ডিস্যানটিস। বিষয়টি ট্রাম্প শিবিরের যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।

অন্যদিকে, রনের ঘোষণার পরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একটি টুইট করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, বাইডেন এবং হ্যারিসের পাশে দাঁড়ান। সাহায্য করুন।

বৃহস্পতিবারেও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ বৃহস্পতিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৭৯ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে একবছর ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।

বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়।

চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।

ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

নজরুল কলাক্ষেত্রে নজরুল জয়ন্তী পালনের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪ তম জন্ম জয়ন্তী পালনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল অনুষ্ঠান হবে আগরতলায় নজরুল কলা ক্ষেত্রে। ২৬ মে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪ তম জন্মজয়ন্তী। কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপলক্ষে রাজ্যভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি হবে আগরতলায় নজরুল কলাক্ষেত্রে। এখানে প্রভাত ফেরির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। প্রভাত ফেরী নজরুল কলাক্ষেত্রের সামনে থেকে শুরু হয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে পুনরায় সেখানে এসে শেষ হবে। এরপর নজরুল কলা ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নজরুল কলা ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের বর্বর মূর্তিটি বৃহস্পতিবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

ধর্মনগর রেল স্টেশনে অটো চালকদের নিয়ে পুলিশের প্রয়াস কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। ধর্মনগর রেল স্টেশন এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা এবং অটোচালকদের নিয়ে বৃহস্পতিবার পুলিশের উদ্যোগে প্রয়াস কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। চোর ও নেশা কারবারীদের সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য পুলিশের তরফ থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে ধর্মনগর থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এলাকার সমস্ত টমটম চালক ও স্টেশন চত্তরের জনগণদের নিয়ে প্রয়াস অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশীষ সাহা, ধর্মনগর থানার ওসি শিবুর রঞ্জন দে সহ অন্যান্যরা। ধর্মনগর বেড়ে চলেছে চুরি। প্রতিদিন কোন না কোন জায়গায় চুরির ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। সেই কারণেই জনগণকে সচেতন করতে প্রয়াস অনুষ্ঠান করা হয়। বিশেষ করে যারা ঘর ভাড়া এবং হোটেল ভাড়া দেন তাদেরকে ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো সতর্ক হতে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘর ভাড়া এবং ঠেঁটের ভাড়া নিয়ে চোরসহ নেশা কারবারীরা নানা অঘটন ঘটিয়ে চলেছে বলেও পুলিশের আধিকারিকরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সে কারণেই ঘর ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশকে আগাম জানিয়ে ঘর ভাড়া দেওয়ার জন্য পুলিশের তরফ থেকে প্রত্যেককে সচেতন করা হয়েছে।

২৪ ঘন্টায়

● প্রথম পাতার পর

১০৮২৪৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭১৯০ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৩ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় গোমতী জেলায় ও দক্ষিণ জেলায় ১ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি পাঁচ জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

শ্রমিক

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।তিনি আরও জানিয়েছেন, বাহাদুর উদয়পুর কাঁকড়াবন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পরিবার খবর জানতে পেরে হাসপাতালে ছুটে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংসদ ভবন উদ্বোধন বিতর্কে বিরোধীদের একহাত তথাগতর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৫ মে (হি. স.) : নয়াদিল্লিতে সংসদ ভবন উদ্বোধন বিতর্কে সামাজিক মাধ্যমে বিরোধীদের একহাত নিয়েছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে নেটনাগরিকদের মধ্যে।

বৃহস্পতিবার পোস্ট করার দু'ঘন্টা বাদে বেলা সওয়া দুটো পর্যন্ত মন্তব্যে ৯২টি প্রতিক্রিয়া এসেছে। নেটনাগরিকরা স্পষ্টতই দ্বিধাবিভক্ত।

তথাগতবাবু লিখেছেন, "যে উনিশটি দল সংসদ ভবন উদ্বোধন বয়কট করছে তাদের তরফে নাকি বলা হয়েছে এতে "প্রথম জনজাতি সম্প্রদায়ের এক মহিলা রাষ্ট্রপতি হওয়াতে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলার যে বার্তা তৈরী হয়েছিল তাকে খাটো করা হল"।

সবই বুঝলাম। শুধু বুঝলাম না, 'জনজাতি সম্প্রদায়ের এক মহিলা' রাষ্ট্রপতির জন্য যদি এত সহানুভূতি তাহলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ওঁর বিপরীতে যশবন্ত সিনহাকে দাঁড় করিয়েছিলেন কেন? উচিত তো ছিল দ্রৌপদীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতানো!"

সমর্থনে দেবদীপ মজুমদার লিখেছেন, "বিরোধিতা করতে হবে। ভালো লাগতো যদি এদের সাংসদরা ইস্তফা দিয়ে দিতো। তবে না প্রতিবাদ হত।" অলোক প্রামাণিক লিখেছেন, "তা ঐ চোর গুলো নিশ্চিত আগামীতে লোকসভা বা রাজ্য সভাতে তাদের সাংসদদের সেন্ট্রাল ভিসটাতে পাঠাবে না ,যেহেতু ওটা বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করবেন।"

দেবব্রত চক্রবর্তী লিখেছেন, "আসলে ওই ১৯টি দলের একটাই লক্ষ্য এবং সেটা হল মোদী বিরোধিতা।"

অন্যদিকে, দেবজ্যোতি দে লিখেছেন, "আপনার অন্য অনেক লেখা ও তথ্যসমৃদ্ধ মতামতকে সমর্থন করি। তবে বিজেপির যেমন ঔদ্ধত্য, তেমনি নির্বুদ্ধিতা! তারই একটি উদাহরণ রাষ্ট্রপতিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না জানানোর মত অসভ্যতা! এই অসভ্যতাকে আড়াল করতে গিয়ে যশবন্ত সিনহার প্রসঙ্গ টেনে আনার কি মানে?"

শিবাজী দাস লিখেছেন,"নির্বাচন বিষয়টিকে আপনি অস্বীকার করার চেষ্টা করলেও আর কোনো পদ আপনাকে দেবেনা মোদিশা"।

মুখলেশ্বর রহমান লিখেছেন, "আমাদের গণতন্ত্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই নির্বাচিত হতে হয়, সেখানে লড়াই হতেই পারে এটাই স্বাভাবিক। যে নির্বাচিত তাঁকে তো তাঁর যোগ্য সম্মানটুকু দিতেই হবে। সেটা না করে আপনার সরকার গণতন্ত্রকে হত্যা করে দেশের সাংবিধানিক প্রধানকে অস্বীকার করছেন,আর আপনি এদিকে ভুলভাল বকে চলেছেন।"

বাংলায় নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের আত্মপ্রকাশ, মালিকানা পেলেন লিয়েন্ডার পেজ

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.) : টেনিস প্রিমিয়ার লিগের পঞ্চম সংস্করণে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে বাংলা। এবার সেই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত হলেন লিয়েন্ডার পেজ। তবে প্লেয়ার বা মেন্টর হিসাবে যোগ দেননি ভারতীয় টেনিসের এই কিংবদন্তি। বরং তিনি এই ফ্র্যাঞ্চাইজির আংশিক মালিক হিসাবে যুক্ত হয়েছেন।

টেনিস প্রিমিয়ার লিগের অষ্টম ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসাবে আগেই বাংলার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক ওয়ার্ডউইজার্ড গ্রুপের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন লিয়েন্ডার। নতুন ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কলকাতার টেনিস ঐতিহ্য বেশ পুরনো। সাউথ ক্লাব দেশের অন্যতম সেরা টেনিস কোর্ট। এখানে ডেভিস কাপের সবচেয়ে বেশি ম্যাচ হয়েছে। সঙ্গে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতাও হয়েছে।"

লিয়েন্ডারের কথায়, "জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, জিশান আলির মতো কিংবদন্তি প্লেয়াররা সাউথ ক্লাব থেকেই উঠে এসেছেন। ফলে বাংলার ফ্র্যাঞ্চাইজির উপস্থিতি লিগের পঞ্চম সংস্করণের জনপ্রিয়তা আরও বাড়াবে।"

প্রয়াত জনপ্রিয় মার্কিন পপ ও রক তারকা টিনা টার্নার

ওয়াশিংটন, ২৫ মে (হি. স.)প্রয়াত "রক অ্যান্ড রোল" খ্যাত টিনা টার্নার। সুইজারল্যান্ডে জুরিচের কাছে কুসনাখতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন টিনা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩। বুধবার রাতে রক অ্যান্ড রোল -এর রানি টিনার মৃত্যুর খবর তাঁর প্রতিনিধি টিমের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়।

২০১৬ থেকেই মারণরোগ ক্যানসার বাসা বেঁধেছে টিনা র শরীরে। এরপর ২০১৭-তে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টও হয়। টিনার এক প্রতিনিধি তাঁর মৃত্যুক খবর নিশ্চিত করে বলেন, "দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৮৩ বছর বয়সে সুইজারল্যান্ডে জুরিচের কাছে কুসনাখতে মৃত্যু হয়েছে। ওনার মৃত্যুতে এই পৃথিবী একজন লেজেন্ড সংগীতশিল্পী ও মডেলকে হারাল।"

১৯৩৯- এর ২৬ নভেম্বর টিনার জন্ম। ছোট থেকেই সংগীতের চর্চা শুরু করেন। ১৯৬০-এ "প্রাউড ম্যারি" ও "রিভার দ্বীপ" গানে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। গিটারিস্ট স্বামী ইকের সঙ্গে জুটি বেঁধে গান গাইতেন টিনা। বিবাহিতজীবন খুব একটা সুখের ছিল না। শারীরিক নিরাচনের শিকার হয়েছিলেন। বেশ কয়েকবার হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছেন। পরবর্তীকালে ইকের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয় টিনার।

এরপর টিনার সোলো পারফরম্যান্স ঝড় তুলেছিল শ্রোতাদের হৃদয়ে। "হোয়াটস লাভ গট টু ডু উইথ ইট", "প্রাইভেট ডান্সার"- এর মতো টিনার সোলো পারফরম্যান্সের ১৮০ মিলিয়ান অ্যালবাম বিশ্বজুড়ে বিক্রি হয়েছিল। টিনার ঝুলিতে এসেছিল আটটি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড। ১৯৯১-তে রক অ্যান্ড রোলের মুখ হিসাবে জনপ্রিয় হন দর্শকমহলে। অল্পদিনের মধ্যেই এমটিভি-র সেনসেশন হয়ে ওঠেন।

গ্রেপ্তার তিন

● প্রথম পাতার পর

এই চক্রে জড়িত আরো কয়েকজনকে আটক করার চেষ্টা চালানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।এদিকে, মহারাজগঞ্জ বাজারস্থিত লালমাটিয়া বিপনী বিতানের ব্যবসায়ীরা ড্রাগসহ সুলভ শৌচালয়ের দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে আটক করেছেন। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার নাম সুনীল ঘোষ। বাড়ি আড়ালিয়া এলাকায়।রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজার স্থিত লালমাটিয়া বিপনি বিতানের শৌচাগার পরিচালনার দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই নেশা সামগ্রী ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। ব্রাউন সুগার সহ অন্যান্য নেশা সামগ্রী তার হেফাজতে মজুদ রেখে বিক্রি করতে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার মহারাজগঞ্জ বাজারসিত লালমাটিয়া বিপনী বিতানের ব্যবসায়ীরা তাকে হাতেনাতে আটক করেন। তার কাছ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছেন ব্যবসায়ীরা। জানা যায় সে শাসকদলের দোয়াই দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এখানে নানা ধরনের অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। তাতে এলাকার পরিবেশ কলুষিত হচ্ছিল। সে কারণেই এলাকার সচেতন ব্যবসায়ীরা তাকে নেশা সামগ্রী সহ বৃহস্পতিবার হাতেনাতে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

নাশকতার

● প্রথম পাতার পর

নিন্দা করে বলেন, এটি সম্পূর্ণ বর্বরচিত ঘটনা। সহিদ মিয়া গাড়িটি চালিয়ে সংসার পরিচালনা করতেন। বুধবার রাতে এই গাড়িটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। যদি গাড়ির মধ্যে থাকা গ্যাসের সিলিন্ডারটি বিস্ফোরণ হতো তাহলে গোটা এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়া সম্ভাবনা ছিল। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

অন্ডালে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন মৃত জওয়ানের

দুর্গাপুর, ২৫ মে (হি. স.) : মৃত জওয়ানের কফিনবন্দী মৃতদেহ ফিরল অন্ডালের বাড়ীতে। বৃহস্পতিবার অন্ডালের অশোকনগরে কফিনবন্দি জওয়ান শশীষ কুমার শাহ (৪০)র মৃতদেহ। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কুটিরডাঙ্গা শ্মশানে হল শেষকৃত্য। গান স্যালুটের মাধ্যমে জওয়ানকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সহকর্মীরা।

প্রসঙ্গত, শশীষ কুমার শাহ অন্ডালের অশোক নগরের বাসিন্দা। সেনাবাহিনীর ১৪২ নং ব্যাটালিয়নের এফ কোম্পানির সদস্য,আসামের জোরহাটে কনস্টেবল হিসাবে কর্মরত ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ২৪ মে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মারা যান তিনি। বৃহস্পতিবার মৃত জওয়ানের কফিনবন্দি দেহ আনা হয় অন্ডালের অশোক নগরের বাড়িতে। ব্যাটেলিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডার অমিত কুমার জানান, 'গত ২৩ মে রাতে হঠাৎই তার পেটে যন্ত্রণা ওঠে।

উদ্ধার

● আটের পাতার পর

মগবাড়ি এলাকায় ছুঁটে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুব্রত চক্রবর্তী তার উদার মানসিকতার পরিচয় দেয়। ঘটনাস্থল থেকে শম্ভু লক্ষ্মী দেববর্মাকে তড়িঘড়ি তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাসপাতালে নিয়ে আসে পুলিশ। বর্তমানে মহিলার চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাসপাতালে। এদিকে মহিলার কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে স্বামী রিফু চাই মগকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। এদিকে তেলিয়ামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুব্রত চক্রবর্তীর এহেন ভূমিকায় শুভ বুদ্ধি মহল সহ এলাকাবাসীদের মধ্যে পুলিশের ভূমিকায় প্রশাংসা"র জোয়ার। অভিমত, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুব্রত চক্রবর্তীর মতো সৎ মানসিক ভাবমূর্তি নিয়ে পুলিশ যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন করে তবে জনগণদে"র মধ্যে পুলিশের মর্যাদা আগামী দিনে আরও বৃদ্ধি পাবে।

চিঠি রাজভবনের

● প্রথম পাতার পর

তিনি দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে গেছেন। তিনি বলেন এখন গোটা বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে উনার উপর। নাম না করে অমিত শাহর কথাই বললেন। এ নিয়ে তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানান। প্রদ্যোত বলেন আজই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে এক প্রস্থ বৈঠক সেরে নেবেন। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করবেন।

এরপর বসবেন দলের তৃণমূল স্তর থেকে শীর্ষ নেতৃত্ব সকলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে। আগামী মাসেই দলকে এক বছরের মধ্যে পুনর্গঠন এবং মেরামতির কাজ সেরে নিতে চান তিনি। আগামী দিনে যাতে দলের মুভমেন্ট কে শক্তিশালী করতে পারে সেই বিষয়েই বৈঠক এমনটাই স্পষ্ট ছিল তার কথায়। এছাড়া প্রদ্যোতবলেন সরকারের প্রধানের সঙ্গে দেখা করে তিনি ১০৩২৩ চাকুরীহারা শিক্ষকদের বিষয় রাজ্য সরকারের দেওয়া ম্যাক্সিমাম অটোনমাস করার কথা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, এছাড়া বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি প্রদান, সিবিএসসি পরীক্ষায় ককবরক স্ক্রীপ্ট রোমান হরফে লেখার অনুমতি প্রদান এবং তিপ্রাল্যান্ড এবং সাংবিধানিক সমাধানের বিষয়টি নিয়ে দাবি জানাবেন।

শুধু তাই নয় মহারাজের এবারের রাজ্যে আসার পেছনে অনেক নতুন নতুন বিষয় উঠে আসছে রাজনৈতিক মহলে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন এবার প্রদ্যোত রাজ্য বিজেপির থেকে অনেকটাই দূরে সরে বিরোধী মঞ্চ তৈরি করে আগামী নির্বাচনে লড়াই করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে রাজ্যে ফিরে এসে যেভাবে দলীয়কর্মীদের উদ্দেশ্যে মহারাজ নিয়ে বার্তা দিলেন তা অনেক কিছুই ইঙ্গিত করে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা।

অটো চালককে

● প্রথম পাতার পর

পদস্থ আধিকারিকরা এবং তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেছেন। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেন অটো চালকরা।

বিজেপি তেলিয়ামুড়া মন্ডলের বুথ ও শক্তিকেন্দ্রের পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ মে।। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা এলাকায় সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া মন্ডলের বুথ ও শক্তি কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্তদের নামের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি ২৮ তেলিয়ামুড়া মণ্ডলের বুথ ও শক্তি কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্তদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলন করে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মূখ্যসচেতক কল্যানী সাহা রায়।এদিন এই সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়িকা তেলিয়ামুড়ার ৫৪টি বুথ এবং ১০টি শক্তিকেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্তদের নামের তালিকা প্রকাশ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়িকা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া ভারতীয় জনতা পার্টির মন্ডল সভাপতি রঞ্জিত সুত্রধর সহ অন্যান্যরা।তেলিয়ামুড়া মণ্ডলের বুথ ও শক্তি কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্তদের নামের তালিকা প্রকাশ করে বিধায়ীকা কল্যাণে সাহারায় বলেন সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সংগঠন কে মজবুত করে ভোটের ব্যবধান আরো বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে অধীনে জানান। দায়িত্বপ্রাপ্ত বুথ ও শক্তি কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দদের সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন দলীয় নেত্রী তথা বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়।

অনটনের সংসারে নজরকাড়া সাফল্য সুপ্রিয় ও অরূপের

দুর্গাপুর, ২৫মে (হি. স.) : কারও বাবা ঠিকামজুর। আবার কারও বাবা মিষ্টির দোকানের কর্মী। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। অনটনের সংসারে ছেলের নজরকাড়া সাফল্যে ঘুম ছুটেছে বাবা-মা"র। অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ডাক্তারি পড়তে চায়, আবার কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। কিন্তু দ্রারিদ্রতায় পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে গলসীর সুপ্রিয় ও দুর্গাপুরের অরূপের। দুঃশ্চিন্তায় মাথায় হাত ওই দুই পড়ুয়ার পরিবারের।

গলসী-১ নং ব্লকের লোয়া রামগোপালপুর পঞ্চায়েতের করকোনার বাসিন্দা সুপ্রিয় ঘোষ। রামগোপালপুর স্কুলের ছাত্র। এবারে মাধ্যমিকে ৬১৪ নং পেয়েছে। বাংলায় ৮৭, ইংরাজীতে ৮৪, অঙ্কে ৯৩, জীবন বিজ্ঞানে ৯৮, ফিজিক্সে ৯৯, ভুগোলে ৯২, ইতিহাসে ৭০ পেয়েছে। আগামীদিনে অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ডাক্তার হতে চায় সে। সুপ্রিয় জানায়,' ডাক্তার হওয়ার আদম্য ইচ্ছা। তাই সেরকমভাবেই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু, দ্রারিদ্রতায় পথের কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' আর তাতেই ঘুম ছুটেছে সুপ্রিয়র বাবা -মা"য়ের। সুপ্রিয়র বাবা সুব্রত ঘোষ। পেশায় স্থানীয় এক মিষ্টির দোকানের কর্মী। অভাব অনটন নিত্যসঙ্গী। রোজগার যা হয়, কোনভাবে সংসার চলে।

সুব্রতবাবু জানান,' এরকমই অনটনের সংসার। তারওপর লকডাউনে আরও সঙ্কটজনক পরিস্থিতি তৈরী হয়। এখনও সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। ধার দেনা করে ছেলেকে পড়াশোনা শেখাচ্ছি। ডাক্তারি পড়তেও খরচ হবে। তাই দুঃশ্চিন্তায় রয়েছি।' একইরকম অবস্থা দুর্গাপুরের নব ওয়াড়িয়ার বাসিন্দা অরূপ ধারার। দুর্গাপুর তারকনাথ স্কুলের ছাত্র। অনটনকে সঙ্গী করে এবারে উচ্চমাধ্যমিকে ৪৬৩ পেয়েছে। বাংলায় পেয়েছে ৯০, ইংরাজীতে পেয়েছে ৯৮, কেমেষ্ট্রীতে ৮২, অঙ্কে ৯২, ফিজিক্সে ৯৩, বায়োলজিতে ৯০ পেয়েছে সে। কিন্তু ভাল নম্বর পেয়েও দুঃশ্চিন্তায় তার বাবা-মা। অরূপ জানায়,' আগামীদিনে ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। কিন্তু, সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না। আর্থিক অনটন আগামীদিনের স্বপ্নের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' অরূপের বাবা অরুন ধারা পেশায় ঠিকামজুর। যা আয় হয় কোনভাবে সংসার চলে। অভাব অনটনের সংসারে ছেলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষিত করতে চান তিনি।তিনি বলেন,' লকডাউনে দু বছর কাজ বন্ধ ছিল। সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি আজও আতঙ্কিত করে তোলে। তবুও ছেলেকে উচ্চিশিক্ষিত করতে চাই।' অরূপের পড়াশোনায় পাশে দাঁড়িয়েছে তাঁর গৃহশিক্ষক বাপি সামন্ত।

তিনি বলেন,' খুব মেধাবী ছাত্র। দীর্ঘদিন ধরে টিউশিন পড়িয়ে আসছি তাকে। তার সাফল্যে গর্বিত।' অরূপের মা রূপালীদেবী জানান,'ছেলের পড়াশোনার খরচ জোগাতে হীমসিম খেতে হচ্ছে। আগামীদিনে কিভাবে পড়াশোনা করাবো দুঃশ্চিন্তায় রয়েছি। ছেলের সাফল্যে আনন্দের হাসিটা আজ বিলিন হয়ে গেছে। অনটনের সংসারে ছেলের পড়াশোনার জন্য সরকার যদি সাহায্যেরহাতবাড়িয়ে দেয়খুবইউপকৃত হতাম।'

মিজোরামে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি বিডিএফ-এর

শিলচর (অসম), ২৫ মে (হি.স.) : মিজোরামে গত দশদিন ধরে ইয়ং মিজো এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অমিজো ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হচ্ছে। ৯১ টি দোকানের মালিক,কর্মী সহ অনেকেই পালিয়ে বরাক উপত্যকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। একই ভাবে মনিপুরেও অশান্তির আগুন থামছে না। সমগ্র ঘটনাক্রম নিয়ে এবার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট।

এক প্রেস বার্তায় বিডিএফ মূখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায় বলেন যে সমগ্র উত্তরপূর্বে অশান্তির আগুন জ্বলছে এবং এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন বাঙালি সহ অনুপজাতিরা। কিন্তু আসামের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুখ্যমন্ত্রী কিম্বা কেন্দ্রীয় স্বরাস্ট্র মন্ত্রী সমগ্র ব্যাপারে নির্বিকার ভূমিকা পালন করছেন। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে এক গোষ্ঠী দ্বারা অন্যদের উপর এই ধরণের নিপীড়ন, অত্যাচার অভুতপূর্ব। শুধু উত্তর পূর্বেই বারবার এর পুনরাবৃত্তি হয়। তিনি বলেন যদি আসাম অসমিয়াদের জন্য মিজোরাম মিজোদের জন্য মনিপুর মনিপুরীদের জন্য হয় তবে ভারতবর্ষ নামক রাষ্ট্র কার জন্য ? আসামের মুখ্যমন্ত্রী নিজে নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক এ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক হয়েও এইসব সমস্যা সমাধানে মোটেই আগ্রহ দেখান না, উল্টে সর্বভারতীয় রাজনীতি নিয়ে ব্যাস্ত। তিনি আরো বলেন যে আসামের সাথে পার্শবর্তী রাজ্যের সীমা সমস্যাও লেগেই আছে।প্রদীপবাবু এদিন মিজোরামে এই ধরনের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে রাস্ট্রপতি শাসন জারি করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন যে যদি কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বের অনুপজাতিদের সুরক্ষা অবিলম্বে সুনিশ্চিত করতে না পারে তবে সমভাবাপন্ন সমস্ত সংগঠনদের সাথে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। ইয়ং মিজো এসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক কর্মকান্ডকে ধিক্কার জানিয়ে তিনি বলেন যে এটা মনে রাখা দরকার যে বাইরের সাথে মিজোরামের যোগাযোগের রাস্তাটি বরাক দিয়ে গেছে এবং এটি মিজোরামের জীবনরেখা,যা বন্ধ হলে মিজোরামে খাদ্য মিলবে না। তাই যদি অবিলম্বে অমিজোদের উপর এসব নিপীড়ন,নির্যাতন বন্ধ না হয় তবে বরাকের জনগন স্বতস্ফুর্তভাবে এই সড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হবেন। এটা যেন তারা মনে রাখেন। বিডিএফ মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে এক প্রেস বার্তায় এই খবর জানিয়েছেন আহ্বায়ক হৃষীকেশ দে।

ফের ওয়াসেপুরে গ্যাংওয়ার ! দুর্গাপুরের হাসপাতালে ভর্তি গুলিবিদ্ধ একজন, তদন্তে ধানবাদ পুলিশ

দুর্গাপুর, ২৫ মে (হি. স.) : ওয়াসেপুর গ্যাংওয়ার ক্রমবর্ধমান। আর ওই গ্যাংওয়ারের জেরে ফের এক গুলিবিদ্ধ। বৃহঃস্পতিবার ভোরে আহতকে ভর্তি করা হল দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের এক বেসরকারী হাসপাতালে। গুরুতর আহতের নাম মহ: আনোয়ার খান। তার মাথায় গুলি লেগেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, অবস্থা সংকটজনক।ঘটনায় জানা গেছে, এদিন দুপুর নাগাদ ধানবাদের ব্যাঙ্ক মোড় থানার ভুলি আউটপোস্টের পুলিশ দুর্গাপুরে এসেছিল ঘটনার তদন্তে। সঙ্গে ছিল সিটি সেন্টার ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিক। আহতর বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিশ। ঘটনায় জানা গেছে,বুধবার রাতে ধানবাদের ওয়াসেপুরে বাইপাস রোডে এক নার্সিংহোমের পাশে একটি রেস্তোরায় মহঃ আনোয়ার খান সহ চারজন নৈশ্যভোজ সারছিলেন। ওই সময় দুই অজ্ঞাত পরিচয় যুবক এসে আনোয়ার খানকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। মাথায় গুলি লাগে আনোয়ারের। তড়িঘড়ি আনোয়ারকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান অবস্থার অবনতি হওয়ায় দুর্গাপুরের এক বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ধানবাদ পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ' গ্যাংওয়ারের কারনেই ঘটেছে এই ঘটনা। তিন বন্ধু আনোয়ারের সঙ্গে ছিল ,তাদের কারোর ষড়যন্ত্র হতে পারে, তবে পুরোটাই তদন্ত সাপেক্ষ।'জানা গেছে, আহত মহঃ আনোয়ার, ইকবাল খানের গোষ্ঠীর। প্রসঙ্গত এই ইকবাল খানকেও মাসখানেক আগে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দুর্গাপুরের অপর এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেই গুলি কাণ্ডে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। ইকবাল খান, ওয়াসেপুরের অন্যতম বাহুবলি ফাহিম খানের ছেলে। এই ফাহিম খানের সঙ্গে তার ভাগ্নে প্রিন্স খানের বিবাদ গত কয়েক বছরের। ওয়াসেপুরের যাবতীয় গ্যাংওয়ার এখন সীমাবদ্ধ ফাহিম খান ও প্রিন্স খান নামে দুজনের গোষ্ঠীর। মূলত ক্ষমতা দখলের লড়াই। এই দুই বাহুবলির লড়াই থামাতে ধানবাদের পুলিশ প্রশাসন ও কার্যত নাজেহাল। প্রায় দিনই এই গ্যাংওয়ারে রক্ত ঝরছে। প্রানহানিও হচ্ছে। ওয়াসেপুরের গ্যাংওয়ার কিভাবে থামবে সেই প্রশ্নই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ঝাড়খন্ড পুলিশমহলে। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ধানবাদ পুলিশ।

াঙ্গন

৯ উইকেটে দুর্দান্ত জয় চলমানের বেটিং ব্যর্থতায় ভুগছে পোলস্টার

পোলস্টার-১৭৮ ও ১০৭ চলমান-২০৮ ও ৮১/১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। দুরন্ত জয়। আর ওই জয়ে আসরের প্রথম ম্যাচেই খেতাব জয়ের দৌড়ে এগিয়ে গেলো চলমান সঙ্ঘ। পোলস্টারের বিরুদ্ধে দুদিনের ম্যাচে চলমান সঙ্ঘ জয়লাভ করে ৯ উইকেটে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটের সুপার ফোরে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শেষ দিনে বৃহস্পতিবার চলমান সঙ্ঘের সামনে জয়ের জন্য দরকার ছিলো ৭৮ রান। চলমান ১২.৩ ওভার ব্যাট করে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। এর আগে পোলস্টারের ১৭৮ রানের জবাবে চলমান সঙ্ঘ প্রথম ইনিংসে ২০৮ রান করেছিলো।৩০ রানে পিছিয়ে থেকে পোলস্টার দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং ব্যর্থতায় মাত্র ১০৭ রান করতে সক্ষম হয়। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও বল হাতে বিধ্বংসী ছিলেন দেবোত্তম ঘোষ। দুই ইনিংসে দেবোত্তম ৮ উইকেট দখল করেন। পোলস্টারের ১৭৮ রানের জবাবে প্রথম দিনের শেষে চলমান ৫ উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রান করেছিলো। শেষ দিকে অমিত দাস ৪৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করে দলকে লিড এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। পোলস্টারের পক্ষে দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য (৩/৩৬) সফল বোলার। ৩০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে চলমানে পেস,স্পিন আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে পোলস্টারের ব্যাটসম্যান-রা। দলের পক্ষে অরিন্দম বর্মন ১৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং শিবম পান্ডে ২৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন।

চলমানের পক্ষে দেবোত্তম ঘোষ (৪/২৮) এবং কৃষ্ণধন নম: (৪/৩৬) সফল বোলার। ৭৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে ১২.৩ ওভারে ১ উইকেট হাইরয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় চলমান সঙ্ঘ। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাট হাতে সফল ওপেনার তন্ময় দাস। দ্বিতীয় ইনিংসেও করেন অর্ধশতরান। তন্ময় ৪৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২ রানে এবং আরমান হুসেন ১১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭ রানে অপরাজিত থেকে যান।

সুভাষ, অনুজের বোলিংয়ে লিড বিসিসি-র লীগের মতোই পিছিয়ে ব্লাডমাউথ

বিসিসি-৩০০/৬ (ডি:) ও ৯৪/৩ ব্লাডমাউথ -১৬০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। সুভাষ চক্রবর্তী এবং অনুজ পালের বিষাক্ত স্পিনের ভেলকি। তাতে ভেঙ্গে পড়লো সদ্য প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন ব্লাডমাউথ ক্লাব। প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে মোক্ষম ৩ পয়েন্ট পেলো দীপক ভাটনাগরের বি সি সি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথম ডিভিশনের সুপার ফোরের আসরে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বি সি সি-র ৩০০ রানের জবাবে ব্লাডমাউথ গুটিয়ে যায় ১৬০ রানে। ১৪০ রানে এগিয়ে থেকে ম্যাচের শেষ বল পর্যন্ত ৩ উইকেট হারিয়ে ৯৪ রান করে বি সি সি। বি সি সি-র সুভাষ চক্রবর্তী (৫/২৫) এবং অনুজ পাল (৪/৩৬) সফল বোলার। প্রথম দিনের ৫ উইকেটে ২৫১ রান নিয়ে খেলতে নেমে বৃহস্পতিবার আরও ১ উইকেট হারিয়ে ৪৯ রান যোগ করার পর ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষনা করে বি সি সি। দলের পক্ষে জনক রিয়াং ১১৩ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬ রানে এবং অনুজ পাল ৮৩ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ রানে অপরাজিত থেকে যান। জবাবে খেলতে নেমে সুভাষ এবং অনুজের ভেলকির সামনে তেমনভাবে মাথায় তুলে দাড়াতে পারেননি ব্লাডমাউথের ব্যাটসম্যান-রা। ব্যাতিক্রম রাহুল হুসেন এবং রীতেশ রাই। দুজনই ব্লাডমাউথের হয়ে লড়াই করেন। রীতেশ ১৭৫ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৯, রাহুল ১৬৯ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৭ এবং জয়ন্ত ভট্টাচার্য ৬২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি।

১৪০ রানে এগিয়ে থেকে শেষ দিনের শেষ বল পর্যন্ত ১৩ ওভার ব্যাট করে ৩ উইকেট হারিয়ে ৯৪ রান করে বি সি সি।

দলের পক্ষে সাগর শর্মা ৩২ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫ এবং দীপঙ্কর ভাটনাগর ৩৪ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ (অপ:) রান করেন। ব্লাডমাউথের পক্ষে রীতেশ রাই ২ উইকেট পেয়েছেন।

কাজল স্মৃতি স্কুল ফুটবল পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া সূচি ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। টিএফএ এ বছর মরশুম শুরু করতে যাচ্ছে কাজল স্মৃতি আন্ত: স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট দিয়ে। তিন দিন আগে এর আংশিক ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করা হলেও আজ টিএফএ-র পক্ষ থেকে লীগ কমিটির চেয়ারম্যান পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেছেন। অনূর্ধ ১৪ কাজল স্মৃতি স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২৯ মে থেকে। মোট বারোটি স্কুল দল এতে অংশগ্রহণ করবে। ইতোমধ্যে টুর্নামেন্ট কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণকারী স্কুল দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভায় বসে, লটারির মাধ্যমে ক্রীড়া সূচি তৈরির জন্য গ্রুপ বিন্যাস করে নিয়েছেন। অংশগ্রহণকারী বারোটি স্কুল দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের তিনটি দল নক আউট পদ্ধতিতে খেলবে। গ্রুপ এ-তে রয়েছে সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল, মধুবন কাঠালতলী স্কুল, প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির। গ্রুপ বি-তে রয়েছে মতিনগর স্কুল, ড় বি আর আম্বেদকর স্কুল, আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল, গ্রুপ সি-তে রয়েছে সেন্ট পলস স্কুল, সুখময় স্কুল ও বড়জলা স্কুল। গ্রুপ ডি-তে রয়েছে উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, আনন্দমার্গ স্কুল ও হলিক্রস স্কুল। চার গ্রুপের চারটি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল মূল পর্বে লীগ পদ্ধতিতে খেলবে। ২৯ মে উদ্বোধনী ম্যাচে উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং আনন্দমার্গ স্কুল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ৩০ মে সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল খেলবে মধুবন কাঠালতলী হাই স্কুলের বিরুদ্ধে। ৩১ মে মতিনগর স্কুল খেলবে ড় বি আর আম্বেদকর বিদ্যাভবন এর বিরুদ্ধে। ১ জুন সেন্ট পলস স্কুল খেলবে সুখময় স্কুলের বিরুদ্ধে। ২ জুন উমাকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খেলবে হলিক্রস স্কুলের বিরুদ্ধে। ৩ জুন সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল খেলবে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের বিরুদ্ধে। ৪ জুন মতিনগর স্কুল খেলবে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে। ৫ জুন সেন্ট পল স্কুল খেলবে বড়জলা স্কুলের বিরুদ্ধে। ৬ জুন আনন্দমার্গ হাই স্কুল খেলবে হলি ক্রস স্কুলের বিরুদ্ধে। ৭ জুন মধুবন কাঁঠালতলী হাইস্কুল খেলবে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের বিরুদ্ধে। ৮ জুন ডঃ বি আর আম্বেদকর বিদ্যাভবন খেলবে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে। ৯ জুন সুখময় স্কুল খেলবে বড়জলা স্কুলের বিরুদ্ধে। ১০ জুন থেকে শুরু হবে লীগ পর্যায়ের খেলা। প্রতিটি ম্যাচ উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল চারটা থেকে শুরু হবে। তবে খেলোয়াড়দের বিকেল সাড়ে তিনটায় মাঠে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। খেলা হবে ৩৫-১০-৩৫ মিনিট পদ্ধতিতে, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সামগ্রিক নিয়ম অনুযায়ী।

প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজা দেববর্মার প্রয়াণে শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং কোচ রাজা দেববর্মার আকস্মিক প্রয়াণে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গভীর শোক জানানো হয়েছে। হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচ রাজা দেববর্মা আজ বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতিও টিসিএ-র পক্ষ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

৪১ জন গার্লস ক্রিকেটারদের নিয়ে প্রি-সেশন ক্যাম্প শুরু ১৬ জুন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। গার্লস ক্রিকেটারদের নিয়ে প্রি-সেশন ক্যাম্প শুরু হবে ১৬ জুন থেকে। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। সারা রাজ্য থেকে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ৪১ জন অনূর্ধ ১৫ গার্লস ক্রিকেটারদের শিবিরে ডাকা হয়েছে। বাছাইকৃত ক্রিকেটারদের নাম ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্পাদক তাপস ঘোষ এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন। বাছাইকৃত ৪১ জন গার্লস ক্রিকেটারদের আগামী ১৬ জুন বেলা তিনটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। খেলোয়ারদের অবশ্যই ডিজিটাইজ বার্থ সার্টিফিকেট, আপডেট করা আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ক্রিকেটারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পাসবুক, ক্রিকেটারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্যানসেল চেক এবং জন্ম তারিখ উল্লেখিত স্কুল সার্টিফিকেট ইত্যাদি ডকুমেন্টস অরিজিনাল বাধ্যতামূলক জমা দিতে হবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে। প্রি-সেশন ক্যাম্পের জন্য ডাক পাওয়া গার্লস ক্রিকেটাররা হলো: মোহনপুরের অঙ্কিতা তাঁতি উড়িয়া, দীপিকা পাল, অসীমা সরকার, মধুমিতা সরকার, রুমা সরকার, বিজিতা দাস, কোয়েল সরকার। সদরের সায়ন্তিকা নম: দাস, পূর্ণিমা দেবনাথ, স্নেহা দত্ত, মহিমা রবিদাস, অঙ্কিতা মজুমদার, তুনাই সরকার, সুস্মিতা বসাক, চন্দ্রা দেব, অভিজ্ঞা বর্ধন, অনুভা পাল, অস্মিতা রায়। লংতরাইভ্যালির ইন্দ্র বড়ুয়া, পল্লবী মাগার, পায়েল ত্রিপুরা, খাপাং ত্রিপুরা। উদয়পুরের রিয়া সরকার, এঞ্জেল পাল, ঋষিতা সূত্রধর। বিশালগড়ের মিষ্টু মালাকার, দেবী দাস, স্নেহা সরকার, অর্পিতা সরকার, অনুষ্কা শীল, শ্রাবন্তী চৌধুরী। ধর্মনগরের সুস্মিতা তেলি। শান্তির বাজারে রেবিকা নোয়াতিয়া। তেলিয়ামুড়ার মৈলোকমা জমাতিয়া, নন্দিতা দাস, দিয়া দাস, তানিয়া দেব। কৈলাসহরের মাম্পি বেগম। খোয়াইয়ের দীপা নম দাস, নিবেদিতা দাস, অমৃতা দাস।

CALL FOR INTERVIEW

Ref. Recruitment Notification No: F.6(31)/DBT/21/P-1/2195-96; dated, 06/04/2023

This is for information of all concerned applicants that the interview for recruitment to the post of Project Assistant under the project "Livelihood security and entrepreneurship development through on-farm mass cultivation and utilization of Wolffia globosa for fish feeding and characterization of bioactive compounds for functicnal product development" funded by Department of Biotechnology, Government of India will be held on 294 June, 2023 at office of the Directorate of Biotechnology, Vigyan Bhawan, Pandit Nehru Complex, Kunjavan, Agartala, West Tripura from 12.00 noon onwards, :

For detail of the notification please visit the website of Directorate of Biotechnology, Tripura: www.dbttripura.nic.in

(A Sengupta)
Joint Director & HoO
Directorate of Biotechnology
Governmenrt of Tripura

ICA/D-274/23

ABRIDGE NOTICE FOR MIGRATION SUPPORT CENTRE (MSC) AT BANGALORE UNDER DDU-GKY, TRLM.

Sealed EOI are hereby invited from Technical Support Agency to establish & operate a MSC at Bangalore. Bidders shall submit the EO] at O/o the CEO, TRLM, Near Tripura Housing Board, Gurkhabasti, Pin- 799006 till 09/06/2023 upto 3.00 PM. The detailed EOI may be seen in the websites- www. rural.tripura.gov.in/ www.trlm.tripura.gov.in/www.tripura.gov.in

ICA/C-690/23

Sd/-illegible
(Prasada Rao Vaddarapu, IFS)
Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-10/EE/RD/TLM-DIV/2023-24, Dt.19.05.2023

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid system in Tripura PWD form-7 from eligible bidders up to 3.00 P.M on 02/06/2023 for 03 (Three) nos Civil works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA/C-683/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 04/EE(PWD)/BLN/2023-24 DATED, 22-05-2023

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & Stat@public sector undertaking / enterprise 'and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 13-06-2023 for the following work:

SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	DNIT No. 12/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹13,94,628.00	₹27,893.00	90 (Ninety) days	Appropriate Class
2.	DNIT No. 13/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹24,26,775.00	₹48,536.00	90 (Ninety) days	
3.	DNIT No. 14/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹24,09,987.00	₹48,200.00	90 (Ninety) days	
4.	DNIT No. 15/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹24,23,154.00	₹48,463.00	180 (One hundred eighty) days	
5.	DNIT No. 16/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹24,17,799.00	₹48,356.00	180 (One hundred eighty) days	

* Last date and time for document downloading and bidding: Up to 3.00 PM on 13-06-2023
* Time and date of opening of bid: At 4.00 PM on 13-06-2023
* Cost of Tender document: %.1000/-
* Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in
* For any enquiry, please contact by e-mall to: eepwdbin2006@gmail.com

ICA/C-680/23

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer,
Belonia Division, PWD(R&B)
Belonia, South Tripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত ৮ বছরের ছেলের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানাবিধ সমস্যা নিয়ে মানুষ ছুটে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে তাদের অভাব, অভিযোগ ও বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে আসা জনসাধারণের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদের সমস্যার নিরসনে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। আগরতলার শ্রীনগরের আম্বেদকর পল্লীর বাসিন্দা দিনমজর প্রাণতোষ ঋষিদাস থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত ৮ বছরের ছেলে রাজদ্বীপকে নিয়ে তার চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছুটে আসেন। সবকিছু দেখে শুনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা ছেলে রাজদ্বীপের চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। আগরতলার বড়দোওয়ালি মধ্যপাড়ার বাসিন্দা লক্ষী বর্মণ দত্তও আজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন। লক্ষী বর্মণ দত্তের স্বামী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে তার ছেলের পড়াশোনার পাশাপাশি স্বামীর চিকিৎসা খরচ চালাতে সমস্যা হচ্ছে। শ্রীমতি দত্ত তার সমস্যার কথা বলার পর মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ আগরতলার পশ্চিম প্রতাপগড়ের স্বপা গোপ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ২০২১ সালে তার স্বামী প্রয়াত হন। তিনি হোমগার্ড হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে স্বামীহারা স্বপা গোপ ঘোষ তার অসহায় অবস্থার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। এক্ষত্রেও মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষনাৎ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়াও আগরতলার জয়নগরের বাসিন্দা কামনা দাস তার সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছুটে আসেন। কামনা দাস তার স্বামী এবং একমাত্র ছেলের শারীরিক অসুস্থতার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরলে মুখ্যমন্ত্রী তার সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ব্যক্ত করেন। আজ জোলাইবাড়ির বাসিন্দা দিনমজর কার্তিক দাস তার ১৩ বছরের ছেলে অঙ্কুর দাসের চিকিৎসার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উপস্থিত হন। তার ছেলে বর্তমানে হৃদ রোগের সমস্যায় ভুগছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আজ সাক্ষাৎ করেন আগরতলার পূর্ব প্রতাপগড়ের বাসিন্দা মরণ দেবনাথ। তিনি তার ৩ বছরের ছেলে তুষার দেবনাথকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন। তার ছেলে তুষার গত ২ বছর হলো কিডনীজনিত সমস্যায় ভুগছেন। অঙ্কুর ও তুষারের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে কা'নপুরের অরুন কুমার রিয়াং তার ক্যান্সার আক্রান্ত মা জানকি রিয়াং-এর চিকিৎসার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী তার সমস্যার কথা শুনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তাছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ তাদের বিভিন্ন অভাব, অভিযোগ ও সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। জনগণ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের সমস্যা জানাতে পেরে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক সমাধান পেয়ে আপ্লুত। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিষ বসু, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব শরদিন্দ চৌধুরী, ডিরেক্টোরেট অব হেলথ সার্ভিসের ওএসডি ডা. দিব্যেন্দ বিকাশ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নজরুল কলাক্ষেত্রে নজরুলের মর্মর মূর্তি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

কদমতলা সিডিপিও অফিসের অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। কদমতলা সিডিপিও অফিসের গোডাউনে বালাহারের চাল ডাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনা সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। বৃহস্পতিবার গোডাউন পরিদর্শনকালে এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্মনগরে জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে একটি রিভিউ মিটিং-এ যোগ দিতে এসে প্রথমে তিনটি সিএসসি মোবাইল ভ্যানের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। এরপর তিনি সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এবং সোস্যাল এডুকেশন, লেবার ও স্পোর্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি রিভিউ মিটিং করেন। এই রিভিউ মিটিং-এ দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। এই রিভিউ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক নাগেশ কুমার বি, মহকুমা শাসক বিবেক এইচ বি, জেলা সভাধিপতি ভবতোষ দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। এরপর তিনি কদমতলা সিডিপিও অফিস পরিদর্শনে যান। সেখানে সিডিপিও অয়ন ভৌমিককে না পেয়ে অফিস কক্ষে বসে অফিসের কর্মচারীদের সাথে কথা বলেন মন্ত্রী। সেখানে কর্মচারীদের সাথে কথা বলে তিনি তাদের সমস্যার কথা শুনেন। এরপর তিনি সাথে থাকা গোডাউন পরিদর্শন করেন। গোডাউনে রাখা চালের বস্তার উপর ছত্রাক পড়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। খোঁজ নিয়ে নষ্ট ৩৪ বস্তা মিশ্রিত চালডালের কি অবস্থা হয়েছে তা দেখেন তিনি। কি কারণে এই মিশ্রিত চালডাল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাঠানো হলোনা তা স্টোর কিপার শ্রীবাস পালের কাছে জানতে চান। কিন্তু সঠিক কোন উত্তর দিতে পারেনি স্টোর কিপার। মন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি সংবাদ মাধ্যম থেকে এই ঘটনার খবর পেয়ে খোঁজ নিতে এসেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কিছু দিন আগে সারা দেশে ডাল ছিল না। যার ফলে মিড ডে মিল পরিষেবা চালাতে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে দপ্তর থেকে বলে দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে বাজার থেকে ডাল কিনে এনে পরিষেবা চালু রাখার জন্য। কি কারণে গোডাউনে চালডাল থাকা সত্বেও সেগুলি দেওয়া হয়নি তার তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।

জামাই ষষ্ঠী রাজ্যজুড়ে খুশির আমেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। জামাই ষষ্ঠী কেটেছে আনন্দ ফুর্তি খাবারদাবারের মধ্যেই। দাম যতই হোক জামাইদের পাতে ব্যঞ্জন আত্মক রসালো খাবার তুলে দিতে বেশি ব্যস্ত ছিলেন শাশুড়িরা। পদ্মা বা চাঁদপুরের ইলিশই হোক জামাইষষ্ঠীতে এই মাছের জুরি মেলা ভার। বাঙালির বারো মাসের ১৩ পার্বণ এর মধ্যে জামাইষষ্ঠী ও একটি পার্বণ। গরম উপেক্ষা করেও দিনভর এই খাওয়া দাওয়ার পর্ব ছিল প্রায় প্রতিটি ঘরেই। সকাল থেকে শহরের বড় বড় বাজার গুলিতে উপচে পড়া ভিড় ছিল। মিষ্টির দোকান কাপড়ের দোকান এবং ফলের দোকানে ক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে এবার রাজ্যে ইলিশের আমদানি ভালো থাকায় প্রতিটি বাজারে রূপালী ইলিশের ঝকঝকে চেহারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের বাড়িতে উদ্ধার বেআইনী কাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ মে।। শিক্ষকের বাড়ি থেকে অবৈধ চেরাই কাঠ উদ্ধারের ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে। এদিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে বনদস্যু"দের দৌলতে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকার বনাঞ্চলের মূল্যবান গাছ কেটে কেটে বনদস্যুরা পাচার করে দিচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত সহ বহিঃ রাজ্যে। বনের গাছপালা ধ্বংস হওয়ার ফলে পরিবেশ তার ভারসাম্য দিনের পর দিন হারিয়ে যাচ্ছে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের রেঞ্জ অফিসের অধীন নেতাজিনগর এলাকা স্থিত বিশিষ্ট শিক্ষক দুলাল পালের বাড়িতে অভিযান চালায় বনদপ্তরের কর্মী। শিক্ষক দুলাল পালের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে অবৈধ ভাবে মজুদ রাখা চোরাই কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বনদপ্তরের কর্মীরা। এদিকে এলাকাবাসীদের খবর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত কয়েক মাস ধরে দুলাল পালের সংগীত বিদ্যালয়ের ঘরের কাজ চলছে। ঘরের কাজ করার জন্য অবৈধভাবে চেরাই কাঠ মজুদ করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। যদিও শিক্ষক দুলাল পাল পুরো ঘটনাটি অস্বীকার করে বনদপ্তরে কর্মীদের কাছে। উনার দাবি কে বা কাহারা অবৈধভাবে চেরাই কাঠ তার বাড়িতে রেখে দিয়ে গিয়েছে তাকে বদনাম করার জন্য।

এদিকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে একাংশ শুভবুদ্ধি মহলের অভিমত, একজন শিক্ষক হয়ে অবৈধভাবে চেরাই কাঠ ব্যবহার করার বিষয়টি একেবারে যুক্তিসম্মত নয়। কারণ, দুলাল বাবু শিক্ষার মেরুদন্ড। ছাত্র-ছাত্রীদের সত্য নিষ্ঠা ভাবে বৈধ কাজ করার পরামর্শ অবশ্য দিয়ে থাকেন। এলাকাবাসীদের অভিমত অনুসারে উনার পক্ষে অবৈধ চেরাই কাঠ ব্যবহার করে ঘর তোলাটা মোটেই যুক্তি সম্মত নয়।

এদিকে দুলাল পালের মতো আরো এমন শিক্ষিত লোকজন রয়েছে যারা বনদস্যুদের কাছ থেকে রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে চোরাই কাঠ সংগ্রহ করছে অর্থের বিনিময়ে। যদিও বনদপ্তরের লাইসেন্স প্রাপ্ত বৈধ কাঠ ক্রয়ের দোকান রয়েছে। দুলাল পালের মত আরো শিক্ষিত মানুষজনেরা বৈধ কাঠের দোকান থেকে কাঠ ক্রয় করাটাই স্বাভাবিক। এদের মত লোকজন এবং বনদস্যুদের দৌলতে দিনের পর দিন বনজঙ্গলের গাছপালা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।।

ত্রিপুরার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সৌরভ প্রতিক্রিয়া কুণালের

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.) : সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ত্রিপুরার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই তাঁকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুনাল ঘোষ এ ব্যাপারে প্রশ্নের জবাবে প্রতিক্রিয়া জানালেন।বিতর্কের প্রেক্ষিতে সৌরভ বলেছেন, ""'আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে সবকিছুতে কেন রাজনীতির যোগ করা হচ্ছে? কই সচিন কেরালাতে রয়েছে, শাহরুখ কলকাতাতে রয়েছে, গুজরাতের সঙ্গে রয়েছে অমিতাভ বচ্চন, ধোনি ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে রয়েছে। তাহলে কই সেখানে প্রশ্ন ওঠে না তো! কেন আমার সঙ্গে সব সময় রাজনীতির যোগ খোঁজা হয়। এটা আমার কাছে খুব বেদনাদায়ক। ত্রিপুরা থেকে আমার কাছে এসেছিল আমাকে অফার করেছে। আমি গ্রহণ করেছি। কেউ কারও সঙ্গে দেখা করতে পারব না, কথা বলতে পারব না? আমি কারও সঙ্গে কথা বললে কিছু করলে সব কিছুতেই রাজনীতি যোগ করা হয়। আমি খুব সাধারণ জীবন যাপন করি। আমাকেও বাকিদের মতো শুধুমাত্র ত্রিপুরার টুরিস্ট স্পটগুলো প্রচার করতে হবে। যদিও এখনও কিছু ফাইনাল হয়নি। কিছু করার আগেই সমস্ত কিছুকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। দয়া করে এটা করবেন না। এগুলোর কোনও গুরুত্ব নেই। এর কোনও কারণ নেই। এ নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কুণাল সাংবাদিকদের বলেন, "ভালো অলরাউন্ডার সৌরভ। আমি দাদার ভক্ত। ওনার প্রশ্নের মধ্যে ওনার উত্তর লুকিয়ে আছে। নিশ্চয় উনি এমন কিছু করছেন যার জন্য ওনাকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।"

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার পর্যটন দফতরের শুভেচ্ছা দূত হচ্ছেন ভারতের ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। কয়েকদিন আগেই বিসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতিকে প্রস্তাব দিয়েছিল ত্রিপুরার বিজেপি সরকার। আলোচনার পর সৌরভ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ত্রিপুরার পর্যটনকে বাড়ানোর লক্ষ্যে সেই রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী সপারিষদ বেহালার বাড়িতে এসে তাঁকে সরকারিভাবে এই দায়িত্ব দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে অল ইণ্ডিয়া সাইক্লিষ্ট আশা মালভিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। অল ইণ্ডিয়া সাইক্লিষ্ট আশা মালভিয়া আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতকারে মিলিত হন। মুখ্যমন্ত্রী সাইক্লিষ্ট আশা মালভিয়াকে উত্তরীয় এবং মারক উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকারকালে মধ্যপ্রদেশের নাটারাম গ্রামের বাসিন্দা সাইক্লিষ্ট মালভিয়া জানান, ২০২২ সালের ১ নভেম্বর ভোপাল থেকে বাইসাইকেলে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন। আইজল হয়ে গতকাল তিনি ত্রিপুরায় এসে পৌঁছান। এখন পর্যন্ত বাইসাইকেলে করে ত্রিপুরা সহ ২০টি রাজ্য তিনি পরিক্রমা করেছেন। প্রায় ১৬ হাজার ৬০০ কিলোমিটার পথ এখন পর্যন্ত তিনি অতিক্রম করেন। ২৫ হাজার কিলোমিটার যাত্রা করা তার লক্ষ্য। ১৫ আগষ্ট দিল্লিতে শেষ হবে তার এই পরিক্রমা। মূলত মহিলা স্বশক্তিকরণ ও মহিলাদের সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতার বার্তা নিয়ে তার এই যাত্রা বলে সাইক্লিষ্ট মালভিয়া জানান। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের সময় ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন ও বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায় উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সড়কের পাশে অচৈতন্য অবস্থায় গৃহবধূ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ মে।। পুলিশের এক মানবিকতার পরিচয়।পুলিশ সক্রিয় ভূমিকায় ফিরে আসাতেই স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়ে জাতীয় সড়কের পাশে ফেলে রাখা এক অচৈতন্য গৃহবধূকে উদ্ধার করে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসাতেই পুলিশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ জনগণ। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মগবাড়ি এলাকায় বৃহস্পতিবার।

সংবাদে জানা যায়, পারিবারিক কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে বেধড়ক মারধর করে স্বামী রিফু চাই মগ তার স্ত্রী শম্ভু লক্ষ্মী দেববর্মাকে। এমনকি এক সময় তার দুই সন্তানকে কাছে রেখে বাড়ি থেকে বের করে দেয় স্ত্রী শম্ভু লক্ষ্মী দেববর্মাকে। দীর্ঘক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় জাতীয় সড়কের পাশে বেধড়ক মারধরের যন্ত্রণা নিয়ে পড়ে থাকে। শম্ভু লক্ষী দেববর্মার ব্যাথার যন্ত্রণা কাতর হয়ে পড়ে থাকলেও কোন স্ব-হৃদয় ব্যাক্তি পাশে এসে দাঁড়ায়নি। এই খবর জানতে পেরে তেলিয়ামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাহিনী তেলিয়ামুড়া থানাধীন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে আত্মহত্যা, গ্রেপ্তার শাশুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ মে।। দীর্ঘদিন ধরে গৃহবধূকে মানসিকভাবে অত্যাচার করাতে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করায় মৃতার বাবার অভিযোগ মূলে শাশুড়িকে বৃহস্পতিবার সকালে তেলিয়ামুড়া শান্তি নগর স্থিত বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার শাশুড়ি, পুলিশ তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে।

উল্লেখ্য প্রেম, পরে সামাজিক রীতিনীতি মেনে বিয়ে। সামাজিকভাবে বিয়ের পর পারিবারিক অশান্তি এবং মানসিকভাবে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে চলতি বছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারি শান্তিনগর এলাকার মনীষা রায় নামের এক গৃহবধূকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে তার শ্বশুর বাড়ির লোক জন এমনটাই অভিযোগ মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনের। পরবর্তীতে ৩৩ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর জীবন যুদ্ধে হার মেনে ১লা এপ্রিল মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। ২"রা এপ্রিল মৃতার আত্মহত্যার ব্যাপারে মৃতার বাবা থানায় অভিযোগ করে। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ৪৯৮ (এ) এবং ৩০(বি) ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারায় মামলা গ্রহণ করে। এই ধারা অনুযায়ী তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার সকাল নাগাদ অভিযুক্ত তথা মৃতার শাশুড়ি নমিতা বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে। খোয়াই আদালতে প্রেরণ করে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা জানান , বাকি অভিযুক্তরা বর্তমানে পলাতক। বাকিদের গ্রেপ্তার করতে অভিযান জারি রয়েছে।

সাংসদ বিপ্লব দেবের সাথে সাক্ষাৎ করলেন ইউপিএসসি পরীক্ষায় সফল স্থানাধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। প্রবল ইচ্ছা শক্তি এবং অপ্রতিরোধ্য মানসিকতায় সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কে জয় করে খোয়াই জেলার সোনাতলা এলাকার সুমিত ইউপিএসসি পরীক্ষায় সফল স্থান অধিকারী।

ত্রিপুরার সরকারি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ। পরবর্তী সময়ে আইআইটি খড়গপুর থেকে বিনা কোচিংয়ে সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ইউ পি এস সি পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য আর্থিক দিক বিবেচনায় রেখে, পরবর্তী সময়ে একটি আইটি সংস্থায় কাজে যোগ দেন। সর্বশেষ ইউপিএসসি পরীক্ষায় রেংকিং ততটা সন্তোষজনক না হওয়ায়, সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে অপ্রতিরোদ্ধ ইচ্ছা শক্তিতে অবশেষে সফল সুমিত।

তাঁর এই পথচলা সাধুবাদ যোগ্য এবং তরুণ প্রজন্মের কাছে এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণার বলে জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন বিপ্লব দেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন সুমিত পাল। সাংসদ বিপ্লব বলেন, তার এই সাফল্য আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছে। তাকে সম্ভর্ধিত করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছে তাঁর উজ্জ্বল এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করি।

মন্ত্রী টিংকু রায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তথ্য তিপ্রা মথা বিজিত প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তথ্য সামনে নিয়ে এলেন তিপ্রা মথার বিজিত প্রার্থী রঞ্জন সিনহা। তিনি গত বিধানসভা নির্বাচনে চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী ছিলেন। তিনি আগরতলা প্রেসক্লাবে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থীদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হয়। এবং মনোনয়ন পত্রের সাথে হলফনামা দাখিল করতে হয়। হলফনামায় প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ যেমন, সম্পত্তির হিসাব, আয়কর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি প্রকাশ করতে হয়। সেই অনুসারে বিগত ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন- ২০২৩ ঊনকোটি জেলার ৫২-চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী টিঙ্কু রায় ২৬-এ হলফনামা জমা দিয়েছেন। তিনি বর্তমানে একজন বিধায়ক এবং মন্ত্রী। মনোনয়নপত্রে তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্য তথ্য গোপন করে একটি ভুয়ো সংস্থা থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের জাল সার্টিফিকেট নিয়ে এসে জমা দিয়েছেন। মন্ত্রী দাবি করেছেন তিনি ২১ বছর বয়সে ২০০৪ সালে 'বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশন, মধ্যভারত গোয়ালিয়র দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষা পাস করেছিলেন। যা বাস্তবে অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩০-এ ধারার হলফনামা ফর্ম-২৬ এ তাঁর দেওয়া শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ "বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশন, মধ্যভারত গোয়ালিয়র নামে এমন কোন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নেই, যা ভারত সরকার দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ দপ্তর, নতুন দিল্লি দ্বারা স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। তিনি আরো বলেন, টিঙ্কু রায়, সত্য তথ্য গোপন করে মিথ্যা তথ্য প্রদান করার জন্য কারাবাস যোগ্য শাস্তির অপরাধী। একই সঙ্গে তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে হলফনামায় মিথ্যা এবং জাল তথ্য প্রদানের জন্য একজন বিধায়ক ও মন্ত্রী হিসাবে সম্পূর্ণ অযোগ্য। দ্বিতীয়ত টিঙ্কু রায় আরেকটি তথ্য গোপন করলেন যা অত্যন্ত মারাত্মক। টিঙ্কু রায়ের নামে আদালতে একটি ফৌজদারি মামলাও বিচারাধীন রয়েছে। যা তিনি মনোনয়নপত্রের উল্লেখিত হলফনামায় বেমালুম অস্বীকার করে গেছেন। ২০২১ সাড়ে ৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিম আগরতলা থানায় নথিভুক্ত হয়েছে। যার সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এই সমস্ত তথ্য গত ২৬ জানুয়ারি রিটার্নিং অফিসারের কাছে লিখিত আবেদনে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছিল, কিন্তু রিটার্নিং অফিসার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ তুলেন রঞ্জন সিনহা।

তেলিয়ামুড়ায় খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ মে।। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টায় তেলিয়ামুড়া বাজার ব্যাবসায়ীদের নিয়ে এক খাদ্য সুরক্ষা সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য সুরক্ষা সচেতনতা শিবিরে বিভিন্ন আইনি বিষয় এবং এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক সুমিত দেবনাথ, তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তরের নিয়ন্ত্রক শুভঙ্কর চৌধুরী, খোয়াই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসার রবি কুমার রিয়াং। তেলিয়ামুড়া বাজার ব্যাবসায়ী সমিতির সম্পাদক মধুসূদন রায় সহ অন্যান্যরা।

তেলিয়ামুড়া বাজার ব্যাবসায়ী সমিতির পক্ষে শ্রী রায় জানান, বিগত খাদ্য সুরক্ষা সচেতনতা শিবিরের যারা খাদ্য সুরক্ষা শংসাপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েছিলেন তাদেরকে আজকের শিবিরে খাদ্য সুরক্ষা শংসাপত্র প্রদান করা হয়। তেলিয়ামুড়া ব্যাবসায়ী সমিতির সম্পাদক মধুসূদন রায় আরও জানান, খাদ্য সুরক্ষা শংসা পত্রের জন্য তেলিয়ামুড়ার ব্যাবসায়ীদের খোয়াইতে যেতে হয়। এর ফলে ব্যাবসায়ীদের যেমন সময় নষ্ট হয়,তেমনি আর্থিক দিক দিয়েও ব্যাবসায়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এজন্যই বাজার ব্যাবসায়ী সমিতি সমিতির অফিসে ব্যাবসায়ীদের স্বার্থে এ ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

ছুরিকাঘাতে আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৫ মে।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার আহবানে এলাকাকে নেশা মুক্ত রাখতে উদ্যোগী হল যুবকরা। আর নেশাকে প্রতিহত করতে গিয়ে আহত হল এক যুবক।

নেশাখোরদের ছুরির আঘাতে আহত হয় অজয় সাহা নামের এক যুবক। ঘটনা সোনামুড়া থানা দিন রবীন্দ্রনগর শান্তিপল্লী এলাকায় বুধবার রাতে। পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার ঘটনার বিষয়বস্তু জানিয়ে সোনামুড়া থানার দ্বারস্থ এলাকাবাসী। ঘটনার বিবরনে জানা যায় অন্যান্য দিনের নেয় শান্তিপল্লী এলাকার যুবকরা তাদের গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন জন মানব শূন্য জায়গাগুলিতে টহলরত অবস্থায় দুজন যুবককে নেশা করতে দেখে বাধা দেয়। আর এই বাধা দানকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বাগ বিতন্ডা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। আহত যুবকের অভিযোগ অভিযুক্তদের বাড়ি সোনামুড়া থানা দিন সাহাপুর এলাকায়। তারা ওই এলাকা থেকে এসে শান্তি পল্লীতে জন মানব শূন্য স্থানে নেশা করতে বসে এবং তাদেরকে বাধা দিলে তারা তাদের সঙ্গীদের নাকি ফোন করে এবং একদল যুবক ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাদের ওপর চড়াও হয়।

অভিযুক্তদের মারে আহত হয় স্থানীয় শান্তিপল্লী এলাকার যুবক অজয় সাহা এবং তার দুই সাথী। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা এবং আহতদের আত্মচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আহত অজয়কে সুনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। ফলে গোটা ঘটনার বিষয়বস্তু জানিয়ে বৃহস্পতিবার সোনামুড়া থানার দ্বারস্থ হয় এলাকার লোকজন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।